ইসলাম শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

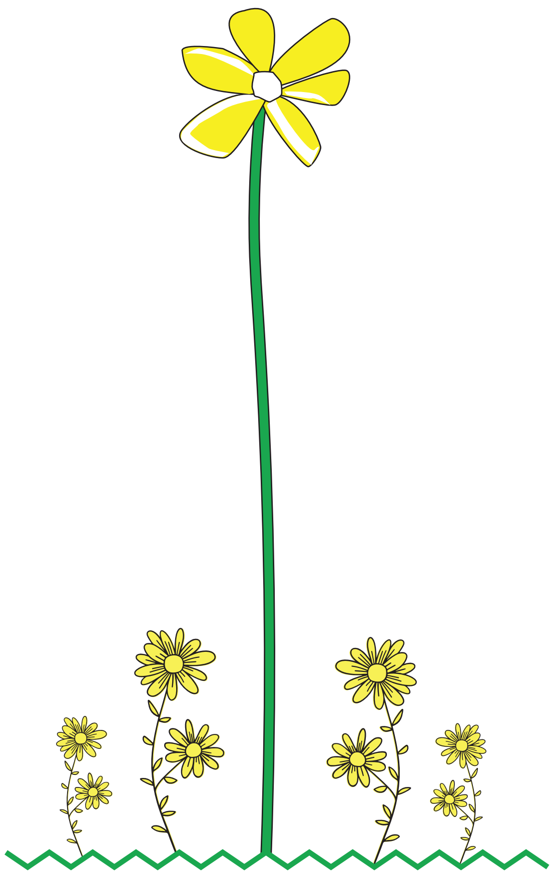

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ

ড. মোঃ নজরুল ইসলাম

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

মো. শাহরিয়ার শফিক

নিজাম উদ্দিন জুয়েল

মোঃ সেলিম উদ্দিন

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

ছবি ও অলঙ্করণ

হোসনে আরা বেগম

প্রথম মুদ্রণ: অক্টোবর ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যাতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তৃতীয় শ্রেণির জন্য 'ইসলাম শিক্ষা' শীর্ষক এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনে তাদেরকে সহায়তা প্রদান এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন ও ইসলামের আদর্শ চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন ও বিকাশে সক্ষম হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্যে, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	স্রষ্টা ও সৃষ্টি	১-৩২
দ্বিতীয় অধ্যায়	নবি, রাসুল ও মহানবি (স.) এর সাহাবিগণের জীবনচরিত অনুসরণ	৩৩-৪৭
তৃতীয় অধ্যায়	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন	৪৮-৬১
চতুর্থ অধ্যায়	ধর্মীয় সম্প্রীতি	৬২-৭২
পঞ্চম অধ্যায়	জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা	৭৩-৮৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব

আমাদের পৃথিবী দেখতে কত সুন্দর! এতে রয়েছে প্রকৃতি ও জীবজগৎ। রয়েছে নানা রকমের গাছপালা, ফুলফল ও পশুপাখি। নিচের ছবিটি দেখো। কী সুন্দর দেখতে! তাই না? কে সৃষ্টি করলেন এসব?

আমরা যে পোশাক পরি তা কারা তৈরি করেন? দর্জিরা। আমাদের চারপাশে যে বাড়িঘর রয়েছে তা কারা বানিয়েছে? মিস্ত্রিরা। কোনো কিছুই এমনি এমনি হয় না। তাহলে এই বিশাল পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হলো? নিশ্চয়ই কেউ একজন সৃষ্টি করেছেন।

একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে এই পৃথিবী চলে। রাতের পরে দিন আসে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা এবং শীতের পর বসন্ত আসে। কে এই নিয়মের স্রষ্টা?

চিত্র: নির্দিষ্ট নিয়মে ঋতুর পরিবর্তন

আমাদের দেখা এ পৃথিবীর বাইরেও রয়েছে বিশাল সৃষ্টিজগৎ। তাতে চাঁদ, তারকা, সূর্য ইত্যাদি রয়েছে। ঐসবও একই নিয়মে চলে। একই নিয়মে চাঁদ ও সূর্য ওঠে এবং অস্ত যায়। কার নির্দেশে এসব একই নিয়মে চলে?

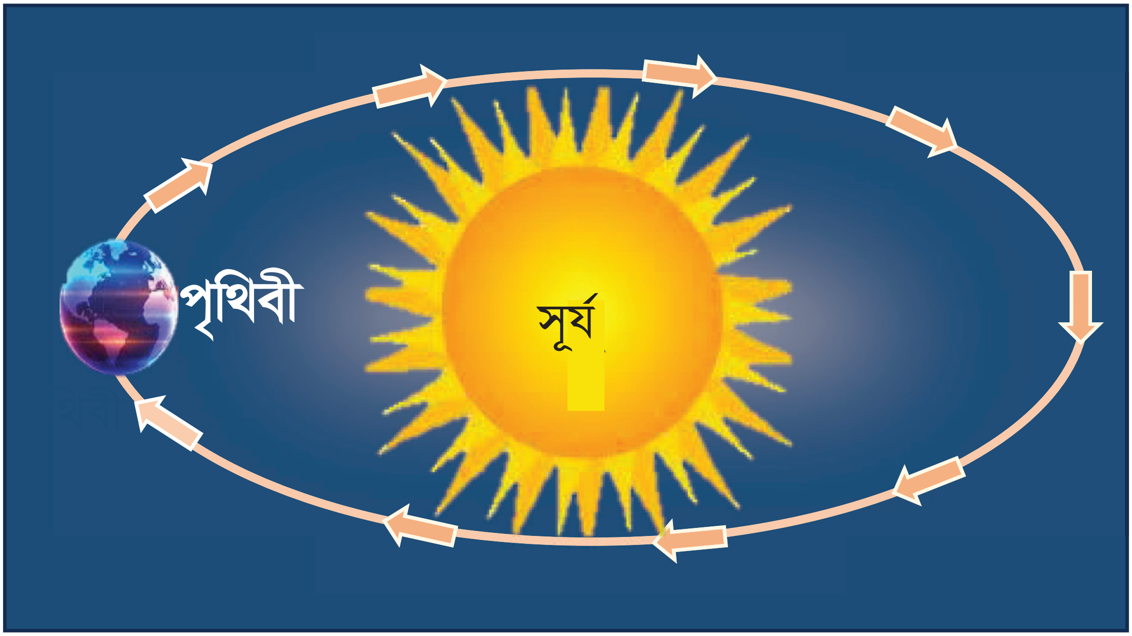

চিত্র: পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের একই নিয়মে চলার দৃশ্য

আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য জগতের সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ। তিনি মহাজগৎকে সৃষ্টি করে এর পরিচালনার ব্যবস্থাও করেছেন। তাঁর নির্দেশে সৃষ্টিজগৎ চলে। এ সম্পর্কে তিনি পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ الشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ؕ

উচ্চারণ: ওয়াশ্ শাম্সু তাজ্রী লিমুস্তাকার্রিল্ লাহা যা-লিকা তাকদীরুল্ 'আযীযিল্ 'আলীম।

অর্থ: আর সূর্য ভ্রমণ করে তার গন্তব্যের দিকে। এটি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (সূরা ইয়াসিন: ৩৮)

আমরা সৃষ্টিজগতের এসব শৃঙ্খলা দেখে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। তাঁর ওপর আমাদের ইমান ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে পারি। মহান আল্লাহকে ভালোবেসে আমরা তাঁর ইবাদাত অনুশীলন করব।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি ও ভাবি। নিচের ডান ও বাম পাশের তথ্যগুলো দাগ টেনে মিল করি। কাজটি একা করি।

পৃথিবীর বাইরেও রয়েছে	কক্ষপথে চলে
আকাশ, বাতাস, মাটি ও পানির সৃষ্টিকর্তা	এর পরিচালনার ব্যবস্থাও করেছেন
চাঁদ, সূর্য, তারকা তাদের নির্দিষ্ট	মহান আল্লাহর নির্দেশে
মহান আল্লাহ মহাজগৎকে সৃষ্টি করে	বিশাল সৃষ্টিজগৎ
পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্তন হয়	মহান আল্লাহ
সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা দেখে	আমরা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি

খ) শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাই। কাজটি দুজনে মিলে করি।

১. আকাশ-বাতাস, চাঁদ-সূর্য, গাছ-পালা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন ---------।

২. আকাশ, চাঁদ, তারকা, সূর্য ইত্যাদি নির্দিষ্ট -------- চলে।

৩. সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ করে আমরা আল্লাহর --------- সম্পর্কে জানতে পারি।

৪. মহান আল্লাহর ওপর আমাদের ইমান ও বিশ্বাস --------- করতে পারি।

৫. মহান আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর ---------- অনুশীলন করতে পারি।

গ) নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয় প্রকৃতির এমন ৫টি বস্তুর তালিকা করি। নিচের ফুলের মধ্যে নামগুলো লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

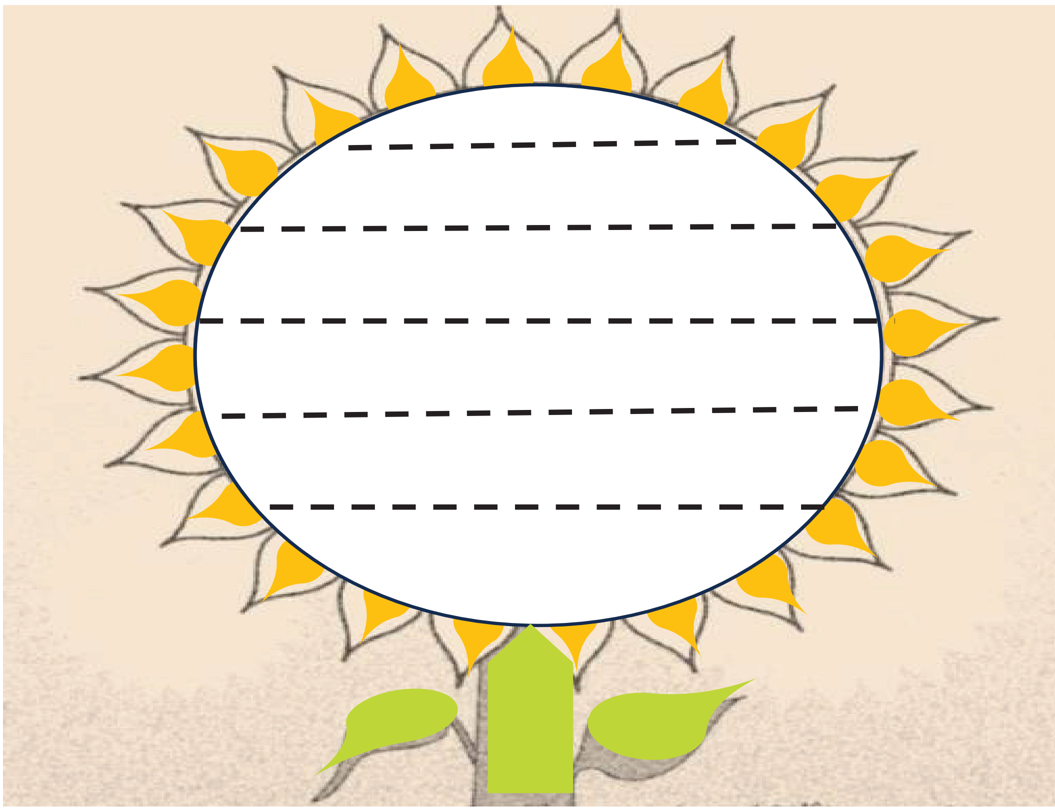

ইমান এর পরিচয়

ইমান আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো বিশ্বাস স্থাপন করা। মহান আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবি-রাসুল, আখিরাত এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হলো ইমান। ইমানের মূল বিষয়গুলো হলো:

চিত্র: ইমানের মূল বিষয়সমূহ

যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে মু'মিন বা বিশ্বাসী বলা হয়। ইমানদার ব্যক্তি নম্র ও বিনয়ী হয়। তিনি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকেন। মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তাঁর নির্দেশ মেনে তাঁর ইবাদাত করেন।

ইমানে মুজমাল

কালিমা পাঠ করে আমরা আমাদের ইমান সুদৃঢ় করি। ইমানে মুজমাল এরূপ একটি কালিমা। ইমানে মুজমাল হলো ইমানের সার-সংক্ষেপ। উচ্চারণ ও অর্থসহ ইমানে মুজমাল নিম্নরূপ:

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَ اَرْكَانِهٖ

উচ্চারণ: আমান্‌তু বিল্লাহি কামা হুয়া বি আস্‌মায়িহী ওয়া ছিফাতিহী ওয়া ক্বাবিল্‌তু জামিয়া আহ্‌কামিহী ওয়া আর্‌কানিহী।

অর্থ: আমি মহান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম যেভাবে তিনি আছেন তাঁর নামসমূহে ও গুণাবলিতে। আমি তাঁর সব আদেশ ও নিষেধসমূহ (আহ্‌কাম ও আর্‌কান) মেনে নিলাম।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি। নিচে দেওয়া ইমানের মূল বিষয়গুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজাই। কাজটি একা করি।

(১) ভাগ্যের ভালো-মন্দ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি বিশ্বাস (২) আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস (৩) আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস (৪) ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস (৫) মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (৬) নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস (৭) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস।

মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

খ) ইমানদার ব্যক্তির ৫টি ভালো কাজের তালিকা তৈরি করি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

গ) ইমানে মুজমাল পড়ি ও বলি। সঠিক শব্দ দিয়ে নিচের শূন্যস্থান পূরণ করি।

আমান্‌তু --------- কামা হুয়া বি আস্‌মায়িহী ওয়া --------- ওয়াক্বাবিল্‌তু জামিয়া ---------- ওয়া ---------। অর্থ: আমি মহান আল্লাহর ওপর ----- করলাম যেভাবে তিনি -------- তাঁর নামসমূহে ও -------। আমি তাঁর সব আদেশ ও ------- মেনে নিলাম।

ইবাদাতের পরিচয়

প্রতিদিন আমাদের চারপাশের মসজিদ থেকে আজানের সুমধুর শব্দ ভেসে আসে। আমরা সবাই আজান শুনে মসজিদে নামাজ পড়তে যাই। রমজান মাস এলে সারা মাস রোজা রাখি। এসবই আমরা করি মহান আল্লাহর ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ইবাদাত করা আমাদের কর্তব্য।

আমরা নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, বড়োদের শ্রদ্ধা করি ও ছোটোদের স্নেহ করি। অসহায় গরিবদের সাহায্য-সহযোগিতাসহ আরও অনেক ভালো ভালো কাজ করি। এসবই আমরা করি মহান আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে।

ইবাদাত শব্দের অর্থ আনুগত্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর প্রতি অনুগত থেকে তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা হলো ইবাদাত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ইবাদাতের মূল

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

লক্ষ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশিত যেকোনো কাজই ইবাদাত। এমনকি লেখা-পড়া, খাওয়া-দাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, চলাফেরা করা ও ঘুমানো এসবও ইবাদাত।

আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথে চলি তাহলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কৃত করবেন।

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয় হলো ইমান, সালাত, সাওম, হজ ও জাকাত।

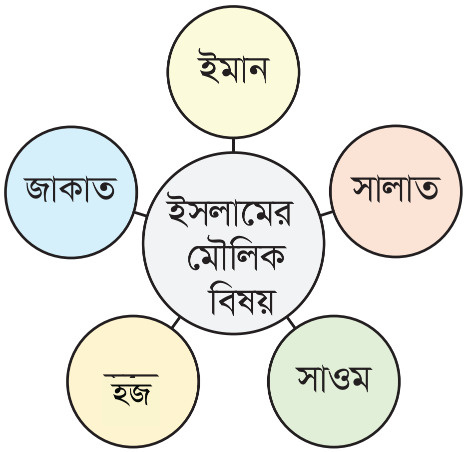

চিত্র: ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়

ইসলামের প্রধান পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে ইমান অন্যতম। ইমান আনার পর মুসলমানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হচ্ছে সালাত। সালাত অর্থ দু'আ করা। সাত বছর থেকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা আবশ্যক।

রোজাকে আরবিতে সাওম বলে। সাওম অর্থ বিরত থাকা। সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার খাওয়া-দাওয়া ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে। প্রত্যেক মুসলমানের ওপর পুরো রমজান মাস সাওম বা রোজা পালন করা ফরজ।

হজ অর্থ ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা। পবিত্র মক্কায় হজ পালনের জন্য গমন করতে হয়। আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের ওপর হজ ফরজ।

জাকাত শব্দের অর্থ পবিত্র করা। জাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ দান করলে সম্পদ পবিত্র করা হয়। জাকাত ধনীদের নিকট থেকে প্রাপ্য গরিবের হক।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি। ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয়ের নাম ধারাবাহিকভাবে লিখে নিচের খালি ঘরগুলো পূরণ করি। কাজটি একা করি।

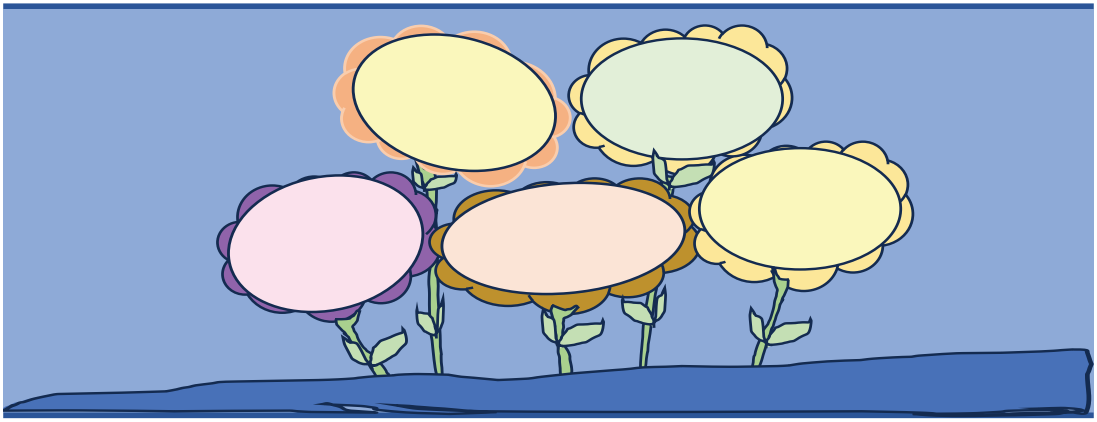

খ) ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয়ের নাম অর্থসহ বলি এবং ডান পাশ থেকে অর্থ খুঁজে বের করি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

ইমান	দু'আ করা
সালাত	পবিত্র করা
সাওম	ইচ্ছা বা সংকল্প করা
হজ	বিরত থাকা
জাকাত	বিশ্বাস

গ) পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের বাইরের পাঁচটি ইবাদাতের নাম লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

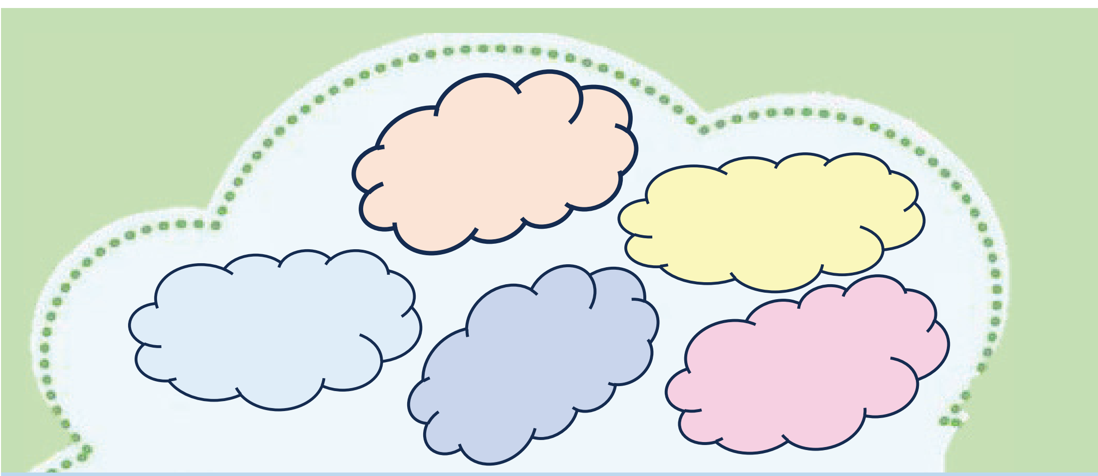

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

মহান আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য আমাদের পবিত্র হতে হয়। পবিত্র হওয়ার জন্য আমাদের ওজু ও গোসল করতে হয়। ওজু করে শরীরের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঙ্গ এবং গোসল করে পুরো শরীর ধুয়ে নিতে হয়। ওজুর ফরজ হলো হাত ধোয়া, মুখমণ্ডল ধোয়া, মাথা মাসেহ্ করা ও পা ধোয়া।

হাত ধোয়া

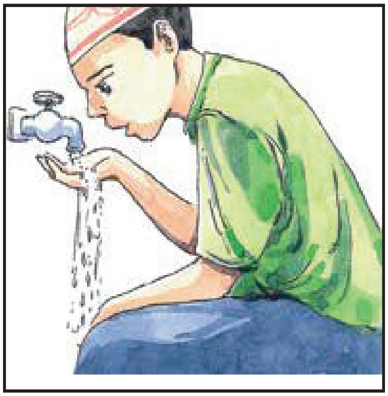
কুলি করা

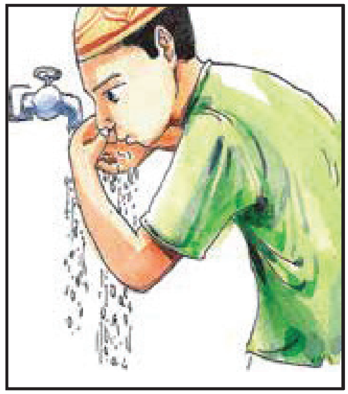
নাক সাফ করা

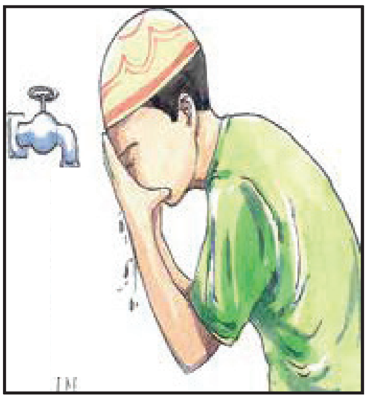
মুখ ধৌত করা

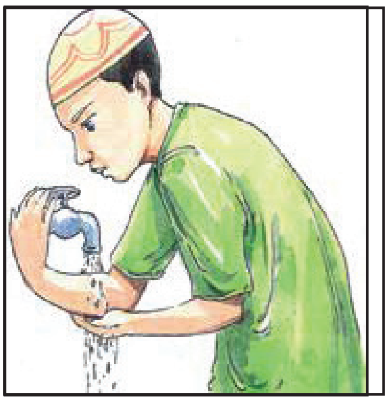
কনুইসহ হাত ধৌত করা

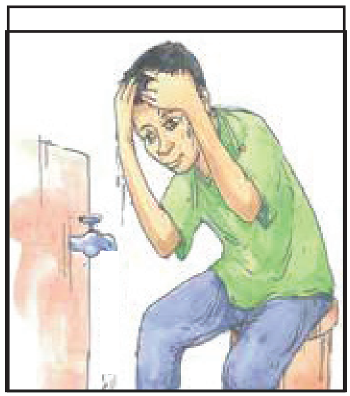
মাথা মাসেহ করা

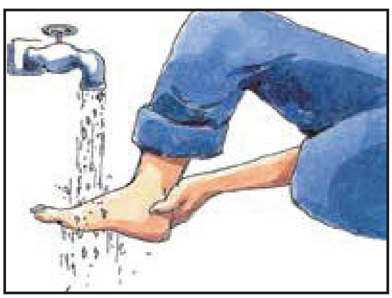
পা ধোয়া

চিত্রঃ ওজু করার নিয়ম

গোসলের প্রধান কাজ ৩টি। কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ও সারা শরীর ধোয়া। এছাড়াও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য প্রতিদিন সকালে ও রাতে দাঁত মাজতে হয়। নিয়মিত হাত-পায়ের নখ কাটতে হয়। চুল বড়ো হলে কেটে ছোটো করতে হয়। প্রস্রাব-পায়খানা, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয়। কাপড়-চোপড় ময়লা হলে ধুয়ে পরিষ্কার করার প্রয়োজন পড়ে। আমাদের ঘর-বাড়ি, বাড়ির চারপাশ, স্কুল, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। আমাদের সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। আমরা নানাভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পারি।

পবিত্র হলে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে মন ভালো থাকে। আমরা অসুখ-বিসুখ থেকে মুক্ত থাকি। যারা পবিত্র থাকেন আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ'। তিনি আরও বলেছেন, 'পবিত্রতা হলো নামাজের চাবি'।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি। নিচের কাজগুলোর মধ্যে ওজু ও গোসলের প্রধান কাজগুলো আলাদা করি। কাজটি একা করি।

(১) হাত ধোয়া (২) কুলি করা (৩) নাকে পানি দেওয়া (৪) মুখমণ্ডল ধোয়া (৫) মাথা মাসেহ্ করা (৬) পা ধোয়া (৭) সারা শরীর ধোয়া

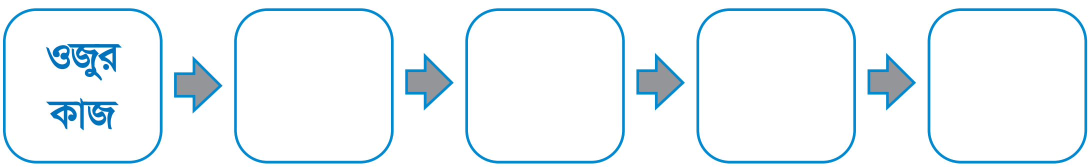

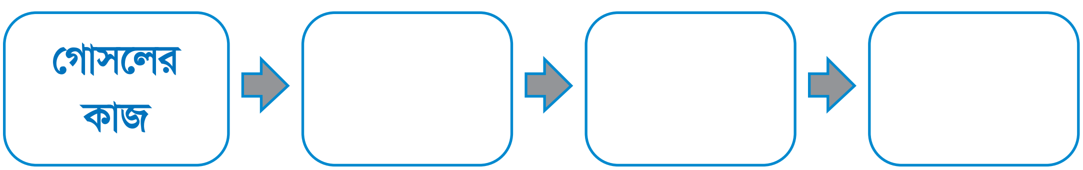

ক) বিষয়বস্তু পড়ি। ওজু ও গোসলের প্রধান কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাই ও অভিনয় করে দেখাই। কাজটি একা করি।

ওজুর প্রধান কাজ			
১	২	৩	৪

গোসলের প্রধান কাজ		
১	২	৩

খ) দৈনন্দিন জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য যেসব কাজ করব দুজনে মিলে আলোচনা করে তার একটি তালিকা তৈরি করি।

সালাতের গুরুত্ব

নিচের চিত্রটি দেখি। চিত্রে ছেলে ও মেয়েটি কী করছে?

চিত্র: সালাতে দাঁড়ানো

মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। নামাজকে আরবিতে 'সালাত' বলে। সালাত অর্থ দু'আ। ইমানের পর সালাতই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। সালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও নিয়ম রয়েছে। সাত বছরের বেশি বয়সি সকল সুস্থ মুসলিম নর-নারীর ওপর সালাত আদায় করা ফরজ। প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করতে হয়। সালাতে সানা ও কেরাত পড়তে হয়। নির্দিষ্ট তাসবিহ্ পড়ে রুকু ও সিজদাহ্ এবং অন্যান্য কাজ করতে হয়।

মুসলমানদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব অনেক। প্রতিদিন নির্দিষ্ট নিয়ম ও সময়ে সালাত আদায় করতে হয়। এতে আমরা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিখি। সালাতের আগে ওজু করতে হয়। যার মাধ্যমে আমরা পবিত্রতা অর্জন করি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি। সালাত সর্বপ্রকার মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবূত: ৪৫)

মহানবি (স.) বলেছেন, "বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সেই নদীতে কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে না। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন– 'এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা নামাজির সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন।' সালাত আদায় করলে আখিরাতে জান্নাত লাভ হয়।

পাঁচ ওয়াক্তের সালাতের নাম

প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। সেগুলোর নির্দিষ্ট ওয়াক্ত বা সময় রয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম হলো–

(১) ফজর (ভোরের সালাত) (২) যোহর (দুপুরের সালাত) (৩) আসর (বিকেলের সালাত) (৪) মাগরিব (সন্ধ্যার সালাত) ও (৫) ইশা (রাতের সালাত)

উপরের নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করে আমরা নিয়মিত সালাত অনুশীলন করব।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি। শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাই। কাজটি একা করি।

মুসলমানগণ প্রতিদিন --------- ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। নামাজকে আরবিতে -------- বলে। সালাত অর্থ ---------। ইমানের পর সালাতই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ---------। প্রতিদিন নির্দিষ্ট --------- ও --------- সালাত আদায় করতে হয়। সালাতে --------- ও ----------- পড়তে হয়। সালাতের আগে ---------করতে হয়।

খ) সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা করে ৫টি বাক্য লিখি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

১

২

৩

৪

৫

গ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম বলি ও সময় অনুসারে ধারাবাহিকভাবে সাজাই। কাজটি দলগতভাবে করি।

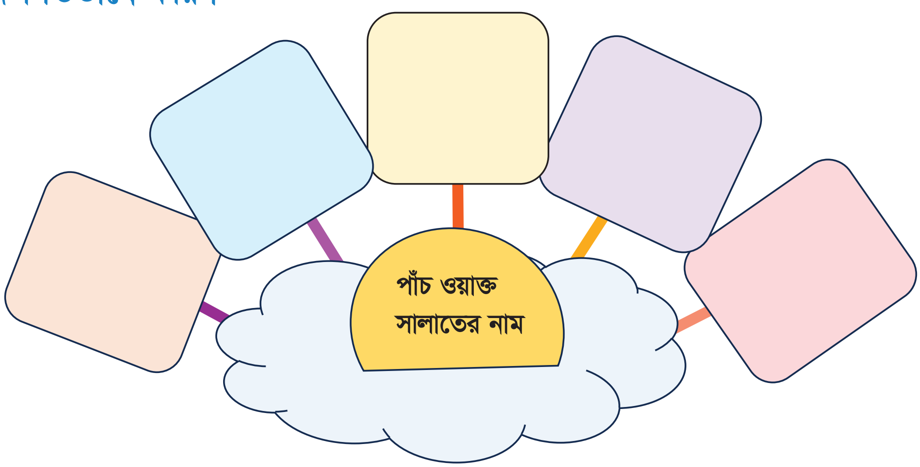

সানা ও তাসবিহ্

সালাত আদায় করার জন্য কিছু দু'আ শিখতে হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সানা পাঠ ও রুকু সিজদাহ্র তাসবিহ্। এ পাঠে আমরা সানা পাঠ ও রুকু-সিজদাহ্র তাসবিহ্ শিখব।

সানা পাঠ

তাকবিরে তাহ্‌রিমা বলে সালাত শুরু করতে হয়। এরপর পুরুষদের নাভির ওপর ও মহিলাদের বুকের ওপর হাত বেঁধে সানা পড়তে হয়। সানা অর্থ প্রশংসা। সানা পাঠ করা সুন্নত। সানা হলো–

সানা	উচ্চারণ	অর্থ
سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ	সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা	হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি।
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ	ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা	তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়। তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ।
وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ	ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা	তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই।

রুকু ও সিজদাহ্র তাসবিহ্

রুকুতে তাসবিহ্ পাঠ করতে হয়। রুকুর তাসবিহ্ হলো– سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম। অর্থ– আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।)
সিজদাহ্তেও তাসবিহ্ পড়তে হয়। সিজদাহ্র তাসবিহ্ হলো– سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা। অর্থ– আমার সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।)

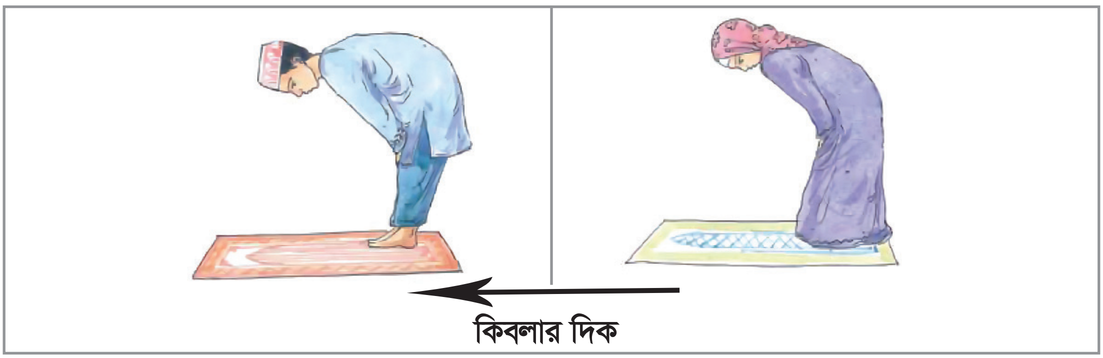

চিত্র: সালাতে রুকু করা

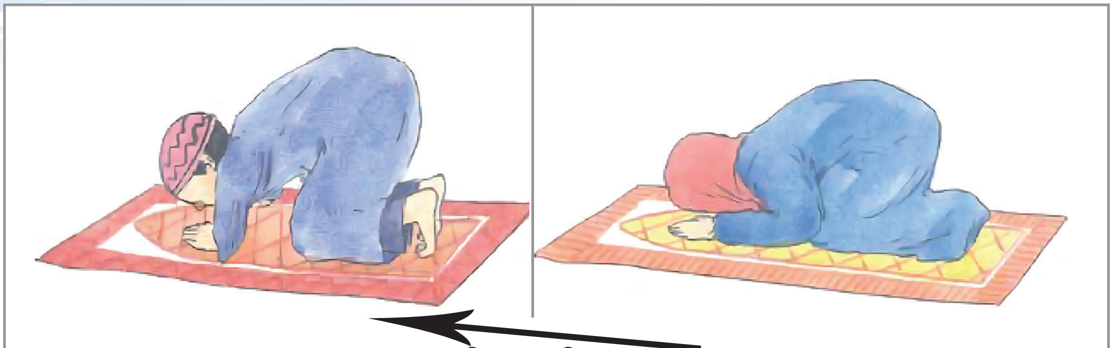

চিত্র: সালাতে সিজদাহ্ করার দৃশ্য

ক) সানা সরবে পড়ি। নিচে দেওয়া সানার বাক্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাই। কাজটি একা করি।

ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা। ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা।

____

____

____

খ) সানা পড়ি। সঠিক অর্থ চিহ্নিত করি এবং দাগ টেনে মিলাই। কাজটি দুজনে মিলে করি।

সানা	বাংলা অর্থ
সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা	তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।
ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা	হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি।
ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা	তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়। তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ।

গ) রুকুর তাসবিহ্ সরবে পড়ি। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি। কাজটি একা করি।

সুবহানা ----- আযীম। অর্থ– আমার সুমহান প্রতিপালকের ------ ঘোষণা করছি।

ঘ) রুকু ও সিজদাহ্র তাসবিহ্ পড়ি। নিচের বাক্স থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে সিজদাহ্র তাসবিহ্ লিখি। কাজটি একা করি।

সিজদাহ্র তাসবিহ্: সুবহানা রাব্বিয়াল ----

আযীম
আ'লা

সূরা

আমরা জেনেছি যে, সালাত আদায়ের জন্য সানা ও তাসবিহ্ পাঠ করতে হয়। একইভাবে সালাতে কিছু সূরা-কিরাতও পাঠ করা প্রয়োজন। এই পাঠে আমরা অর্থসহ সঠিক উচ্চারণে সূরা আল-ফালাক শিখব। সূরা আল-ফালাকে মোট পাঁচটি আয়াত রয়েছে।

সূরা আল–ফালাক (سُوْرَةُ الْفَلَقِ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

সূরা আল-ফালাক	উচ্চারণ	অর্থ
قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ	কুল আউজু বিরাব্বিল্ ফালাক	(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি ভোরের পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ	মিন্ শার্রি মা খালাক্	তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে।
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ	ওয়া মিন্ শার্রি গাসিকিন্ ইযা ওয়াকাব্	এবং আঁধার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয়।
وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ	ওয়া মিন্ শার্রিন্ নাফ্ফাসাতি ফিল্ উকাদ্	এবং গিরায় ফুঁ দেয় যে সকল নারী তাদের অনিষ্ট হতে।
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ	ওয়া মিন্ শার্রি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ	এবং হিংসুক যখন হিংসা করে তার অনিষ্ট হতে।

ক) সূরা আল-ফালাক সরবে পড়ি। নিচে দেওয়া সূরা আল-ফালাকের বাক্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাই। কাজটি একা করি।

ওয়া মিন্ শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাসাতি ফিল্ উকাদ্। কুল আউযু বিরাব্বিল্ ফালাক। ওয়া মিন্ শার্‌রি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ। ওয়া মিন্ শার্‌রি গাসিকিন্ ইযা ওয়াকাব্। মিন্ শার্‌রি মা খালাক্।

খ) সূরা আল-ফালাক সরবে পড়ি। সঠিক অর্থ চিহ্নিত করি এবং দাগ টেনে মিলাই। কাজটি দুজনে মিলে করি।

সূরা আল-ফালাক
কুল আউজু বিরাব্বিল্ ফালাক
মিন্ শার্‌রি মা খালাক্
ওয়া মিন্ শার্‌রি গাসিকিন্ ইযা ওয়াকাব্
ওয়া মিন্ শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাসাতি ফিল্ উকাদ্
ওয়া মিন্ শার্‌রি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ

বাংলা অর্থ
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে।
এবং হিংসুক যখন হিংসা করে তার অনিষ্ট হতে।
এবং গিরায় ফুঁ দেয় যে সকল নারী তাদের অনিষ্ট হতে।
এবং আঁধার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।
(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি ভোরের পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

সূরা আন্-নাস (سُوْرَةُ النَّاسِ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম)
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

সূরা আন্-নাস	উচ্চারণ	অর্থ
قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ	কুল আউজু বিরাব্বিন্ নাস	(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি মানুষের পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
مَلِكِ النَّاسِ	মালিকিন্ নাস্	মানুষের অধিপতির কাছে।
إِلٰهِ النَّاسِ	ইলাহিন্ নাস	মানুষের ইলাহের কাছে।
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ	মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়াসিল্ খান্নাস্	আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে।
الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ	আল্লাযী ইউওয়াস্‌য়িসু ফী সুদূরিন্ নাস	যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ	মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্ নাস	জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।

ক) সূরা আন-নাস সরবে পড়ি। নিচে দেওয়া সূরা আন-নাসের বাক্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাই। কাজটি একা করি।

মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়াসিল্ খান্নাস্। মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্ নাস। মালিকিন্ নাস। আল্লাযী ইউওয়াস্‌য়িসু ফী সুদূরিন্ নাস। কুল আউজু বিরাব্বিন্ নাস। ইলাহিন্ নাস।

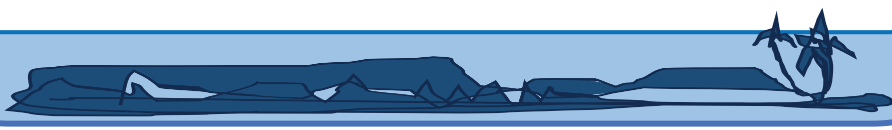

খ) সূরা আন-নাস সরবে পড়ি। সঠিক অর্থ চিহ্নিত করি এবং দাগ টেনে মিলাই। কাজটি দুজনে মিলে করি।

সূরা আন-নাস
কুল আউজু বিরাব্বিন্ নাস
মালিকিন্ নাস্
ইলাহিন্ নাস
মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়াসিল্ খান্নাস্
আল্লাযী ইউওয়াস্‌য়িসু ফী সুদূরিন্ নাস
মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্ নাস

বাংলা অর্থ
আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে।
জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।
যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।
মানুষের অধিপতির কাছে।
(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি মানুষের পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
মানুষের ইলাহের কাছে।

কুরআন তিলাওয়াত

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এতে আমাদের জন্য সঠিক ও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। তাছাড়াও এর তিলাওয়াতের সওয়াব অনেক। কুরআনের একটি বর্ণ তিলাওয়াত করলে দশটি নেকি পাওয়া যায়। রাসুল (স.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে উত্তম, যে কুরআন মজিদ নিজে শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়"। এ পাঠে আমরা কুরআন মজিদ সহীহ করে তিলাওয়াত করা শিখব।

আরবি বর্ণমালার পরিচয়

পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবি। আরবিতে মোট ২৯টি হরফ বা বর্ণ রয়েছে। এই হরফগুলো শিখলে আমরা কুরআন পাঠ করতে পারব। আমরা বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষার বর্ণগুলো বাম দিক থেকে ডান দিকে পড়ি। কিন্তু আরবি হরফগুলো ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়তে হয়। নিচের চার্ট দেখে আমরা আরবি হরফগুলো উচ্চারণসহ শিখব।

আরবি বর্ণমালার চার্ট

হরফ নম্বর	হরফ	বাংলা উচ্চারণ
১	ا	আলিফ
২	ب	বা
৩	ت	তা
৪	ث	ছা
৫	ج	জিম
৬	ح	হা
৭	خ	খ
৮	د	দাল
৯	ذ	যাল
১০	ر	র
১১	ز	ঝা
১২	س	ছিন
১৩	ش	শীন
১৪	ص	ছ্বদ
১৫	ض	দ্বদ

হরফ নম্বর	হরফ	বাংলা উচ্চারণ
১৬	ط	ত্ব
১৭	ظ	জ্ব
১৮	ع	আইন
১৯	غ	গাইন
২০	ف	ফা
২১	ق	ক্বফ
২২	ك	কাফ
২৩	ل	লাম
২৪	م	মিম
২৫	ن	নূন
২৬	و	ওয়াও
২৭	ه	হা
২৮	ء	হামযা
২৯	ي	ইয়া

নুক্‌তাসহ বর্ণ ও নুক্‌তাবিহীন বর্ণ

নুক্‌তাযুক্ত বর্ণ

আরবি ২৯টি বর্ণ বা হরফের মধ্যে ১৫টি নুক্‌তাযুক্ত। আরবি হরফের নিচে বা উপরে ফোঁটা থাকে। এই ফোঁটাকে নুক্‌তা বলে। নিচে নুক্‌তাযুক্ত হরফগুলোর তালিকা দেওয়া হলো-

নুক্‌তার স্থান ও সংখ্যা	হরফের সংখ্যা	নুক্‌তাযুক্ত হরফ
নিচে এক নুক্‌তা	২টি	ب ج
উপরে এক নুক্‌তা	৮টি	خ ذ ز ظ غ ف ض ن
নিচে দুই নুক্‌তা	১টি	ي
উপরে দুই নুক্‌তা	২টি	ت ق
উপরে তিন নুক্‌তা	২টি	ث ش

নুকতাবিহীন বর্ণ

আরবি ২৯টি বর্ণ বা হরফের মধ্যে ১৪টি হরফে কোনো নুক্‌তা নেই। নিচে নুক্‌তাবিহীন হরফগুলোর তালিকা দেওয়া হলো-

ط	ص	س	ر	د	ح	ا
ء	ه	و	م	ل	ك	ع

ক) বিষয়বস্তু পড়ি। নিচের চার্টে দেওয়া বর্ণগুলোর বাংলা উচ্চারণ লিখে বর্ণ শনাক্ত করি। কাজটি একা করি।

হরফ	বাংলা উচ্চারণ
م	
ب	
غ	
ف	
ج	
ن	
خ	
ك	
ذ	
ض	

হরফ	বাংলা উচ্চারণ
ط	
ظ	
ع	
ث	
ص	
ق	
ز	
ل	
ي	
ش	

খ) খালি ঘরে সঠিক বর্ণ লিখি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

ا	ب		ث		ح
خ		ذ	ر		س
ش		ض		ظ	ع
غ		ق	ك		م
ن		ه		ي	

গ) নিচের এলোমেলোভাবে লেখা বর্ণগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

ك	ز	ص	ه	ل	ح
م	ء	ذ	ن	ب	س
ي	ج	ض	ف	ظ	ث
غ	ط	ق	ا	خ	ر
ت	و	ع	د	ش	

ঘ) নুক্‌তাসহ ও নুক্‌তাবিহীন বর্ণগুলো আলাদা করে বলি ও নিচের চার্টে লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

নুক্‌তাযুক্ত হরফ					নুক্‌তাবিহীন হরফ				

হরকত

পবিত্র কুরআন পড়ার জন্য হরকত শিখতে হয়। হরকত হলো এক ধরনের চিহ্ন যা আরবি হরফের সঙ্গে যুক্ত করলে আমরা সঠিকভাবে কুরআনের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারব ।

আরবি ভাষায় হরকত তিনটি। যথা:

যবর ـَ , যের ـِ , পেশ ـُ

১. হরফের উপর যবর (ـَ) দিলে আ–কার এর মতো উচ্চারণ হয়। যেমন:

نَ	مَ	هَ	لَ	قَ	فَ	عَ	صَ	سَ	رَ	دَ	جَ	تَ	أَ
না	মা	হা	লা	ক্বা	ফা	আ	সা	ছ্ব	রা	দা	জা	তা	আ

২. হরফের নিচে যের দিলে ই-কার এর মতো উচ্চারণ হয়। যেমন:

نِ	مِ	هِ	لِ	قِ	فِ	عِ	صِ	سِ	رِ	دِ	جِ	تِ	إِ
নি	মি	হি	লি	ক্বি	ফি	ই	ছ্বি	সি	রি	দি	জি	তি	ই

৩. হরফের উপর পেশ দিলে উ-কার এর মতো উচ্চারণ হয়। যেমন:

نُ	مُ	هُ	لُ	قُ	فُ	عُ	صُ	سُ	رُ	دُ	جُ	تُ	أُ
নু	মু	হু	লু	ক্বু	ফু	উ	ছ্বু	সু	রু	দু	জু	তু	উ

ক) বিষয়বস্তু পড়ি ও তিনটি হরকত কি কি তা বলি। যবরযুক্ত (ـَ) হরফের নিচের চার্ট দেখে হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখি।

دَ	خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	أَ
طَ	ضَ	صَ	شِ	سَ	زَ	رَ	ذِ
مَ	لَ	كَ	قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ
			يَ	ءَ	هَ	وَ	نَ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

খ) যেরযুক্ত (-ِ) হরফের নিচের চার্ট দেখে হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখি।

دِ	خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	إِ
طِ	ضِ	صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ
مِ	لِ	كِ	قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ
			يِ	ءِ	هِ	وِ	نِ

গ) পেশযুক্ত (-ُ) হরফের নিচের চার্ট দেখে হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখি।

دُ	خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	أُ
طُ	ضُ	صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ
مُ	لُ	كُ	قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ
			يُ	ءُ	هُ	وُ	نُ

ঘ) একই হরফে তিনটি হরকত যের, যবর ও পেশ দিয়ে (ـَ , ـِ , ـُ) উচ্চারণের অনুশীলন করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

اَِ ُ بَِ ُ تَِ ُ ثَِ ُ جَِ ُ حَِ ُ خَِ ُ دَِ ُ ذَِ ُ رَِ ُ زَِ ُ سَِ ُ شَِ ُ صَِ ُ ضَِ ُ طَِ ُ ظَِ ُ

عَِ ُ غَِ ُ فَِ ُ قَِ ُ كَِ ُ لَِ ُ مَِ ُ نَِ ُ وَِ ُ هَِ ُ ءَِ ُ ىَِ ُ

আসমানি কিতাব

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য নবি ও রাসুল পাঠিয়েছেন। তিনি রাসুলগণের ওপর আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এসব কিতাবে মানুষের জন্য হেদায়েত রয়েছে। কিতাব অর্থ বই বা পুস্তক। আসমানি কিতাব মোট ১০৪টি। এর মধ্যে ৪টি হলো প্রধানতম।

প্রধান আসমানি কিতাবগুলো হলো: ১. তাওরাত, ২. যাবুর, ৩. ইন্‌জিল ও ৪. আল-কুরআন। এসব কিতাব যাদের ওপরে নাজিল হয়েছে তাঁরা হলেন।

১) হজরত মূসা (আ.)। তাঁর ওপর তাওরাত নাজিল হয়।
২) হজরত দাউদ (আ.)। তাঁর ওপর যাবুর নাজিল হয়।
৩) হজরত ঈসা (আ.)। তাঁর ওপর ইন্‌জিল নাজিল হয়।
৪) হজরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁর ওপর আল-কুরআন নাজিল হয়।

এছাড়াও ছোট আসমানি কিতাব রয়েছে। এগুলোকে সহিফা বলে। এগুলোর সংখ্যা ১০০টি। যাঁদের ওপর এগুলো নাজিল হয়েছেন তাঁরা হলেন-

- হজরত আদম (আ.)। তাঁর ওপর নাজিল হয় ১০খানা সহিফা।
- হজরত শিস (আ.)। তাঁর ওপর নাজিল হয় ৫০খানা সহিফা।
- হজরত ইবরাহিম (আ.)। তাঁর ওপর নাজিল হয় ১০খানা সহিফা।
- হজরত ইদরিস (আ.)। তাঁর ওপর নাজিল হয় ৩০খানা সহিফা।

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) এর ওপর আল-কুরআন নাজিল হয়। আল-কুরআনের ওপর আমাদের যেমন ইমান আনতে হবে। তেমনিভাবে পূর্ববর্তী নবিগণের ওপর নাজিল হওয়া আসমানি গ্রন্থসমূহের ওপরও আমাদের ইমান আনতে হবে। কেননা, ঐসব কিতাব মহান আল্লাহ নাজিল করেছেন। সেগুলোতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের জন্য তাঁরই বিধি-বিধান ছিলো।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি। রাসুলগণের ওপর নাজিল হওয়া চারটি আসমানি কিতাবের তালিকা তৈরি করি। কাজটি একা করি।

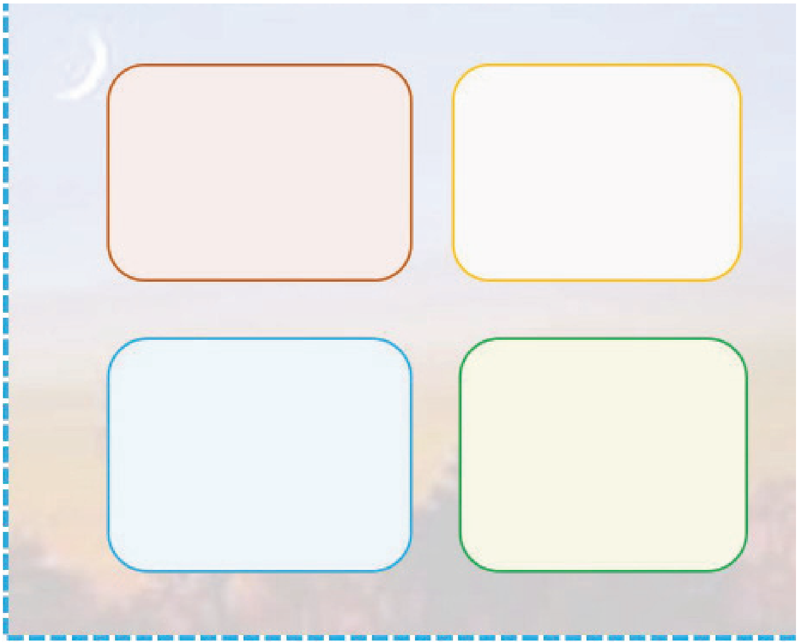

খ) আসমানি কিতাব ও রাসুলগণের নামের মিল করি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

চারজন নবির নাম		আসমানি কিতাব
হজরত মূসা (আ.)		আল-কুরআন
হজরত দাউদ (আ.)		ইন্‌জিল
হজরত ঈসা (আ.)		যাবুর
হজরত মুহাম্মদ (স.)		তাওরাত

গ) কোন নবির ওপর কয়খানা সহিফা নাজিল হয়েছিল তার সংখ্যা লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

নবিগণের নাম	সহিফার সংখ্যা
হজরত আদম (আ.)	
হজরত শিস (আ.)	
হজরত ইবরাহিম (আ.)	
হজরত ইদরিস (আ.)	

পবিত্র কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান

আল-কুরআন আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এটি একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এতে আমাদের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমি কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি" (সূরা আল আন'আম: ৩৮)। আমরা কীভাবে চলব, কী কাজ করব, কী করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন সে সম্পর্কে সবকিছুই পবিত্র এই গ্রন্থে লেখা রয়েছে।

আমরা কীভাবে ইবাদাত করব পবিত্র কুরআনে তার বর্ণনা রয়েছে। কীভাবে ভালো কাজ করব ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকব তাও পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমরা কীরূপ আচরণ করব সে সম্পর্কেও কুরআন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করতেও কুরআন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। ন্যায়বিচার ও অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য কুরআন কঠোর আদেশ প্রদান করে। জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি আমরা কী দায়িত্ব পালন করব তার নির্দেশনাও কুরআনে রয়েছে। কী কাজ করলে আমরা পরকালে সফল হব সে সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে প্রয়োজনীয় হেদায়েত রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ভালো কাজের যেমন আদেশ রয়েছে তেমনি সমাজের জন্য ক্ষতিকারক যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা রয়েছে। যেমন অন্যকে কষ্ট দেওয়া, নির্যাতন করা, হত্যা করা, মারামারি করা, চুরি করা, ডাকাতি করা, মদ খাওয়া, সুদ ও ঘুস খাওয়া ইত্যাদি।

এভাবে আমাদের শান্তিপূর্ণ ও সফল জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য পবিত্র কুরআনকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বলা হয়।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সকল কাজে কুরআনের বিধান অনুসরণ করব। সদা সত্য কথা বলব। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকব। মাতা-পিতা ও বড়োদের শ্রদ্ধা করব। ছোটোদের স্নেহ করব। সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলব। হিংসা, অহংকার ও অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো থেকে দূরে থাকব। ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারি করা থেকে বিরত থাকব। অন্যের উপকার করব। নিজের জন্য যা উত্তম অন্যের জন্যও তা উত্তম মনে করব। নিজের জন্য যা অপছন্দনীয় অপরের জন্যও তা অপছন্দনীয় মনে করব। মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নিব। সর্বোপরি আমরা মহান আল্লাহর ইবাদাত করব।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি ও ভাবি। পবিত্র কুরআন যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এ সম্পর্কে বর্ণনা করে পাঁচটি বাক্য লিখি। কাজটি একা করি।

খ) পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে পাঁচটি করে করণীয় ও বর্জনীয় কাজের একটি চার্ট তৈরি করি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে করণীয় কাজ		পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে বর্জনীয় কাজ
১		
২		
৩		
৪		
৫		

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও:

(ক) বিশ্বজগৎ কে সৃষ্টি করেছেন?

১. নবি-রাসুলগণ
২. মহান আল্লাহ
৩. ফেরেশতাগণ
৪. কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই

খ) 'ইমানে মুজমাল' অর্থ কী?

১. বাণী
২. আমল
৩. ইবাদত
৪. ইমানের সংক্ষিপ্ত রূপ

গ) ইবাদত আমাদেরকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে?

১. মানুষের আনুগত্য করতে
২. ফেরেশতার আনুগত্য করতে
৩. জিনদের আনুগত্য করতে
৪. মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে

ঘ) হজ আদায় করা কী?

১. ফরজ
২. ওয়াজিব
৩. সুন্নত
৪. মুস্তাহাব

ঙ) রুকুর তাসবিহ কী?

১. সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা
২. সুবহানা রাব্বিয়াল আ'জীম
৩. সুবহানাল্লাহ
৪. আলহামদুলিল্লাহ

চ) কোনটি পবিত্র কুরআনের ভাষা?

১. ফারসি
২. উর্দু
৩. আরবি
৪. ইংরেজি

ছ) আরবি ভাষায় বর্ণ কয়টি?

১. ২৭টি
২. ২৮টি
৩. ২৯টি
৪. ৩০টি

জ) আরবি ভাষায় হরকত কয়টি?

১. ২টি
২. ৩টি
৩. ৪টি
৪. ৫টি

ঝ) আসমানী কিতাব সর্বমোট কয়টি?

১. ১০৪টি
২. ১০৫টি
৩. ১০৬টি
৪. ১০৭টি

ঞ) সর্বশেষ আসমানী কিতাবের নাম কী?

১. তাওরাত　　　　২. যবুর

৩. ইঞ্জিল　　　　৪. কুরআন

২। শূন্যস্থান পূরণঃ

ক. জাকাত প্রদানের মাধ্যমে -------------- হক আদায় হয়।

খ. পবিত্রতা ------------- অঙ্গ।

গ. ওজুর ফরজ ------ টি।

ঘ. সালাত সর্বপ্রকার ----------- কাজ থেকে বিরত রাখে।

ঙ. আরবি ২৯টি হরফের মধ্যে --------- হরফে কোনো নুকতা নেই।

চ. পবিত্র কুরআন আমাদের জন্য উপকারী ------------ প্রদান করে।

ছ. হজরত ঈসা (আ.) এর ওপর -------------- নাজিল হয়।

জ. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সকল কাজে ------------ বিধান অনুসরণ করব।

৩। দাগ টেনে মিল করিঃ

বাম পাশের অংশ	ডান পাশের অংশ
আমরা সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা দেখে	প্রাপ্য গরীবের হক।
ইমান শব্দের অর্থ হলো	ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়তে হয়।
যাকাত ধনীদের নিকট থেকে	হরকত শিখতে হয়।
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে	একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বলা হয়।
আরবি হরফগুলো	আমরা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিখি।
পবিত্র কুরআন পড়ার জন্য	মন ভালো থাকে।
আসমানি কিতাব মোট	বিশ্বাস স্থাপন করা।
পূর্ববর্তী নবিগণের কিতাবের উপরও	আমাদের ইমান আনতে হবে।
পবিত্র কুরআনকে	মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি।
সালাতের মাধ্যমে	১০৪টি।

৪। শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়ঃ

ক. সৃষ্টিজগৎ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

খ. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা সকল কাজই ইবাদত হিসেবে গণ্য। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

গ. ওজু আমাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে সহায়তা করে না। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঘ. রোজার মধ্যে সানা ও তাসবিহ পাঠ করতে হয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
ঙ. পূর্ববর্তী নবিগণের আসমানি কিতাবসমূহের উপর ইমান আনার প্রয়োজন নেই। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

ক. মুমিনের ৩টি গুণাবলি লেখ।
খ. ৫টি প্রধান ইবাদতের নাম লেখ।
গ. পবিত্রতার ৩টি উপকারিতা লেখ।
ঘ. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম লেখ।
ঙ. হরকতবিহীন পাঁচটি বর্ণ লেখ।
চ. সিজদাহর তাসবিহ কী?
ছ. ফালাক শব্দের অর্থ কী?
জ. হরকত কাকে বলে?
ঝ. প্রধান আসমানি কিতাব কয়টি?
ঞ. সহিফার সর্বমোট সংখ্যা কত?

৬। বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

ক. কীভাবে আমরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি তা বর্ণনা কর।
খ. দৈনন্দিন জীবনে পবিত্র থাকার উপায়গুলোর তালিকা তৈরি কর।
গ. সালাতের উপকারিতা বর্ণনা কর।
ঘ. আরবি হরফগুলো লেখ।
ঙ. প্রধান চারটি আসমানি কিতাব কোন কোন নবির উপর নাজিল হয় লেখ।

নবি, রাসুল ও মহানবি (স.) এর সাহাবিগণের জীবনচরিত অনুসরণ

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগের কথা। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীতে এক শিশুর জন্ম হয়। শিশুটির দাদা তাঁর নাম রাখলেন মুহাম্মদ। হজরত মুহাম্মদ (স.) এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম আমিনা। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মারা যান। জন্মের পর তাঁকে লালনপালন করেন দুধ মা হালিমা। পাঁচ বছর বয়সে শিশুটি ফিরে আসে তার মায়ের কাছে। কিন্তু মায়ের কাছে বেশিদিন থাকা হয় না শিশু মুহাম্মদের। ছয় বছর বয়সে মাও মারা যান। তখন শিশু মুহাম্মদের লালনপালন করেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। আট বছর বয়সে দাদাও মারা যান। এবার বালক মুহাম্মদের দায়িত্ব নিলেন চাচা আবু তালিব।

ছোটোবেলা থেকেই মুহাম্মদ (স.) শান্ত ও বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন। ছোটো-বড়ো সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। কখনো অহংকার করতেন না। কাউকে অপমান বা ছোটো করতেন না। মানুষের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াতেন এবং সহযোগিতা করতেন। সে সময় আরবের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তারা নানা রকম অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিল। প্রায়ই বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মারামারি, সংঘাত লেগে থাকত। সমাজে মোটেও শান্তি ছিল না। তাই তিনি যুবক বয়সে আরবের অন্য যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। সমাজে শান্তি ফেরাতে চেষ্টা করলেন।

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি হজরত খাদিজা (রা.) কে বিয়ে করেন। এ সময় মাঝে মাঝে তিনি হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে ধ্যান করতেন। তিনি তখন মাঝ বয়সি, চল্লিশ ছুঁয়েছেন। তখন সেই হেরা গুহাতেই নবুয়ত লাভ করেন । এরপর তিনি সবাইকে এক আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান জানান। মিথ্যা ও মন্দ কাজ থেকে সরে আসতে বলেন। ফলে তাঁর বিরোধীরা তাঁর ওপর নানা ধরনের অত্যাচার-অনাচার শুরু করে। মহানবি (স.) অসীম ধৈর্য ও মনোবল বজায় রেখে কাজ করে যেতে লাগলেন। ধীরে ধীরে আরও অনেক মানুষ নবিজির আহ্বানে সাড়া দিতে লাগল।

এক সময় তাঁর নেতৃত্বে আরবের অন্ধকার যুগ পার হল। ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তে। শান্তি ও সাম্যের ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল ইসলাম। ততদিনে তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে। অবশেষে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

ক) হজরত মুহাম্মদ (স.) এর ছেলেবেলা সম্পর্কে আমরা জেনেছি। এবার নিচের কাজটি করি। তাঁর ছেলেবেলা সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে নিচের বৃত্তগুলো পূরণ করি। কাজটি একা করি।

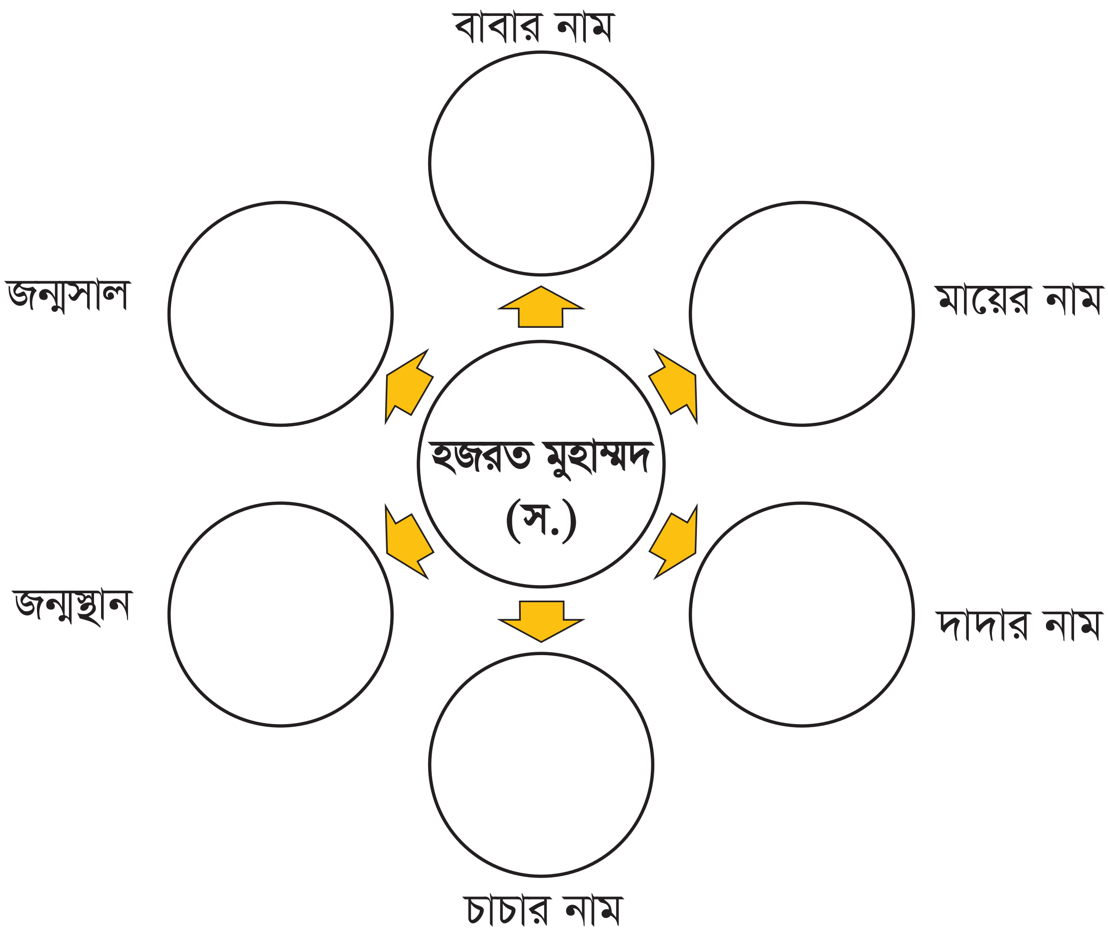

খ) হজরত মুহাম্মদ (স.) এর ছেলেবেলা সম্পর্কে নিজের ভাষায় আলোচনা করি। তিনি যেসব কাজ করেছেন তা নিচে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

গ) নিচের ছকে হজরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনের বিভিন্ন সময় দেওয়া আছে। দলে আলোচনা করে কোন বয়সে কী করেছেন তা লিখি।

শৈশবকাল	যৌবনকাল
মধ্য বয়স	**শেষ জীবন**

মহানবি (স.) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) একজন উত্তম আদর্শসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর আদর্শ আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ" (সূরা আল-আহজাব:২১)। আগের পাঠে আমরা জেনেছি যে, নবিজি (স.) ছেলেবেলা থেকেই শান্ত ও বিনয়ী ছিলেন। অহংকার করতেন না। সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াতেন এবং সহযোগিতা করতেন। তাঁর নেতৃত্বের গুণ ছিল অসাধারণ। অসীম ধৈর্য মনোবল ও বিচক্ষণতা ছিল তাঁর।

তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন। কাউকে কথা দিলে তা রক্ষা করতেন। তাই সবাই তাঁকে বিশ্বাস করত । এজন্য মক্কার লোকেরা তাঁকে 'আল-আমিন' বলে ডাকত। সবাই তাঁর ওপর আস্থা রাখত। একবার কাবা শরীফের মেরামতের সময় হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) পুনঃস্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আরবে অনেকগুলো গোত্র ছিল। কারা এই পাথর স্থাপন করবে? প্রত্যেক গোত্রই এই পাথর স্থাপনের মর্যাদা পেতে চায়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। তখন সিদ্ধান্ত হল, পরদিন সকালে যে সবার আগে কাবা ঘরে প্রবেশ করবে, তার সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিবে। পরদিন হজরত মুহাম্মদ (স.) সবার আগে কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। সবাই খুব খুশি হল। ভরসা পেল যে, আল-আমিনের সিদ্ধান্তই সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত হবে। মুহাম্মদ (স.) তখন একটি কাপড়ের উপর পাথরটি রাখলেন। এরপর সব গোত্র থেকে একজন করে নিয়ে ঐ কাপড়ের প্রান্ত ধরে কাবা ঘরের যথাস্থানে নিয়ে যেতে বললেন। এভাবে একটি সংঘাতের হাত থেকে রক্ষা পেল মক্কার মানুষ। সবাই খুব খুশি হল।

হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। তিনি নিজের কাজ নিজে করতেন। অলসভাবে সময় নষ্ট করা তিনি পছন্দ করতেন না। একবার এক শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখে তাকে কুঠার কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন সে যেন ভিক্ষা না করে কাঠ কেটে তা বিক্রি করে উপার্জন করে।

ছবি: হাজরে আসওয়াদ

তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে আরবের কন্যাশিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। তিনি কন্যাশিশু হত্যা রোধ করেন। তিনি নারীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার তাগিদ দিয়েছেন। তাঁর দুধ-মা হজরত হালিমা (রা.) মাঝে মাঝে তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। তাঁকে দেখামাত্র মহানবি (স.) দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতেন। তিনি তার পাগড়ি অথবা চাদর বিছিয়ে হজরত হালিমা (রা.)কে বসতে দিতেন।

ক) মহানবি (স.) এর জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে তার যেসব গুণ প্রকাশিত হয়েছে তা দলগতভাবে আলোচনা করি। এরপর সেগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে গুণাবলির ফুল তৈরি করি।

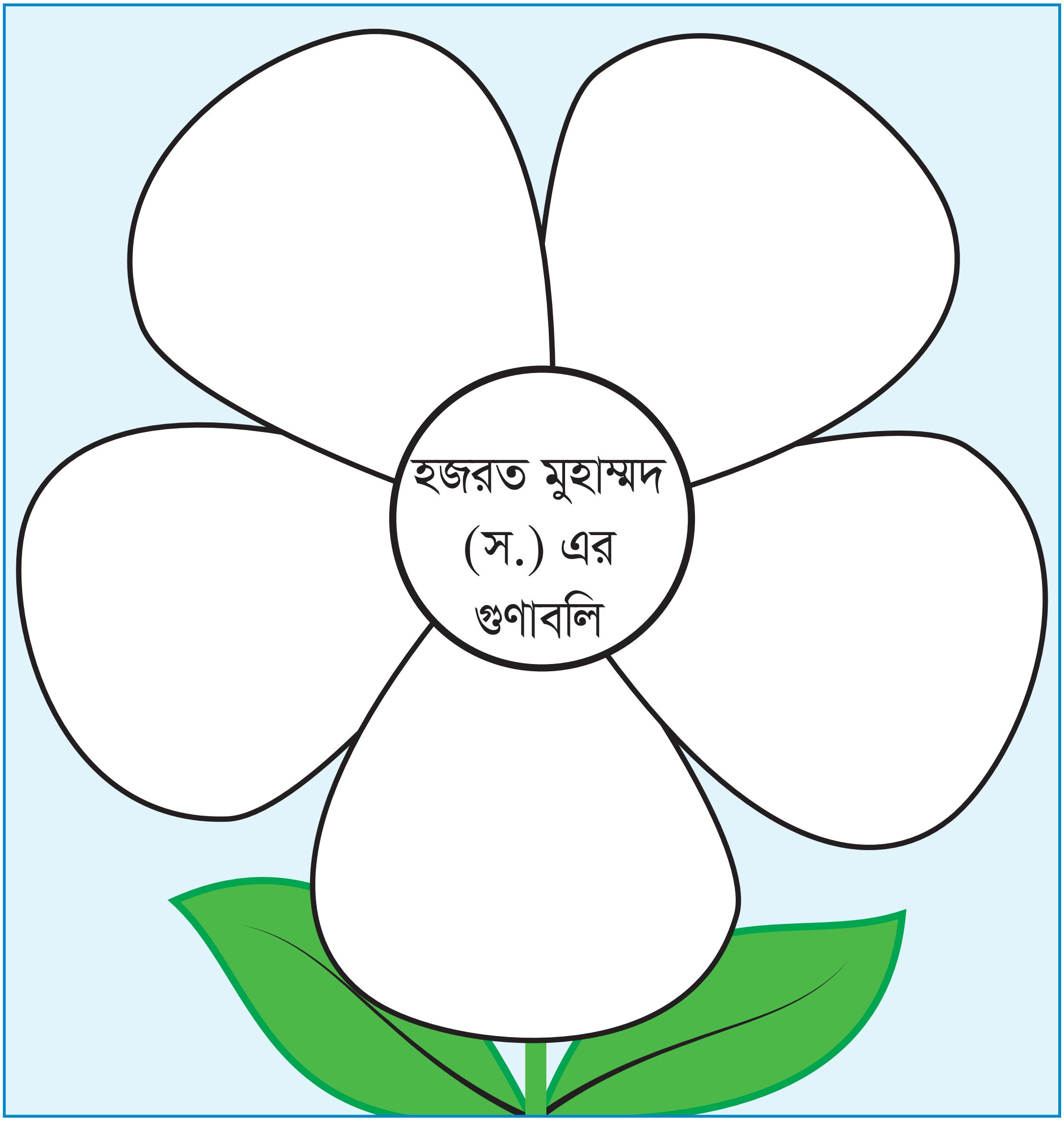

আমরা দেখলাম মহানবি (স.) এর জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে অসংখ্য গুণ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গুণাবলিই আমাদের জন্য আদর্শ। আমরা আমাদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব আদর্শ অনুসরণ করব ।

হজরত মুহাম্মদ (স.) এর যেসব আদর্শ অনুসরণ করতে পারি

- আমরা আচরণে বিনয়ী হব। অহংকার করব না। কাউকে অপমান বা ছোটো করব না। ছোটো-বড়ো সবার সাথে ভালো ব্যবহার করব।
- মানুষকে সহযোগিতা করব। সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াব। অভাবী মানুষদের সহযোগিতা করব। প্রতিবেশীদের খোঁজখবর রাখব।
- সবসময় সত্য কথা বলব। মিথ্যা বলব না। কাউকে কথা দিলে তা রাখার চেষ্টা করব।
- আমরা চেষ্টা করব আমাদের আশপাশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। অন্যরাও যেন শান্তি বজায় রাখে সে ব্যাপারে উদ্যোগী হব। কোনো সংঘাত দেখা দিলে তা দূর করার চেষ্টা করব।
- পরিশ্রম করব। কোনো ধরনের অলসতা করব না। নিজের কাজ নিজে করব। বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে উৎসাহের সাথে যোগ দিব।
- আমরা আমাদের মা, বোন, সহপাঠীসহ অন্য নারীদের সম্মান করব। তাদের কাজে সহযোগিতা করব।
- স্কুলে, বাড়িতে বা আশপাশের বিভিন্ন কাজে নিজের থেকেই এগিয়ে যাব। সবাইকে একত্র করে সেসব কাজ ভালোভাবে করতে চেষ্টা করব। ধৈর্য ও মনোবলের সাথে এসব কাজে যুক্ত থাকব।

খ) মহানবি (স.) এর জীবনাচরণ অনুসরণ করে আমরা নিজেরা কোন কোন আদর্শগুলো চর্চা করি তার একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি একা করি।

মহানবি (স.) এর জীবনাচরণ অনুসরণ করে আমি নিজে যে আদর্শগুলো চর্চা করি

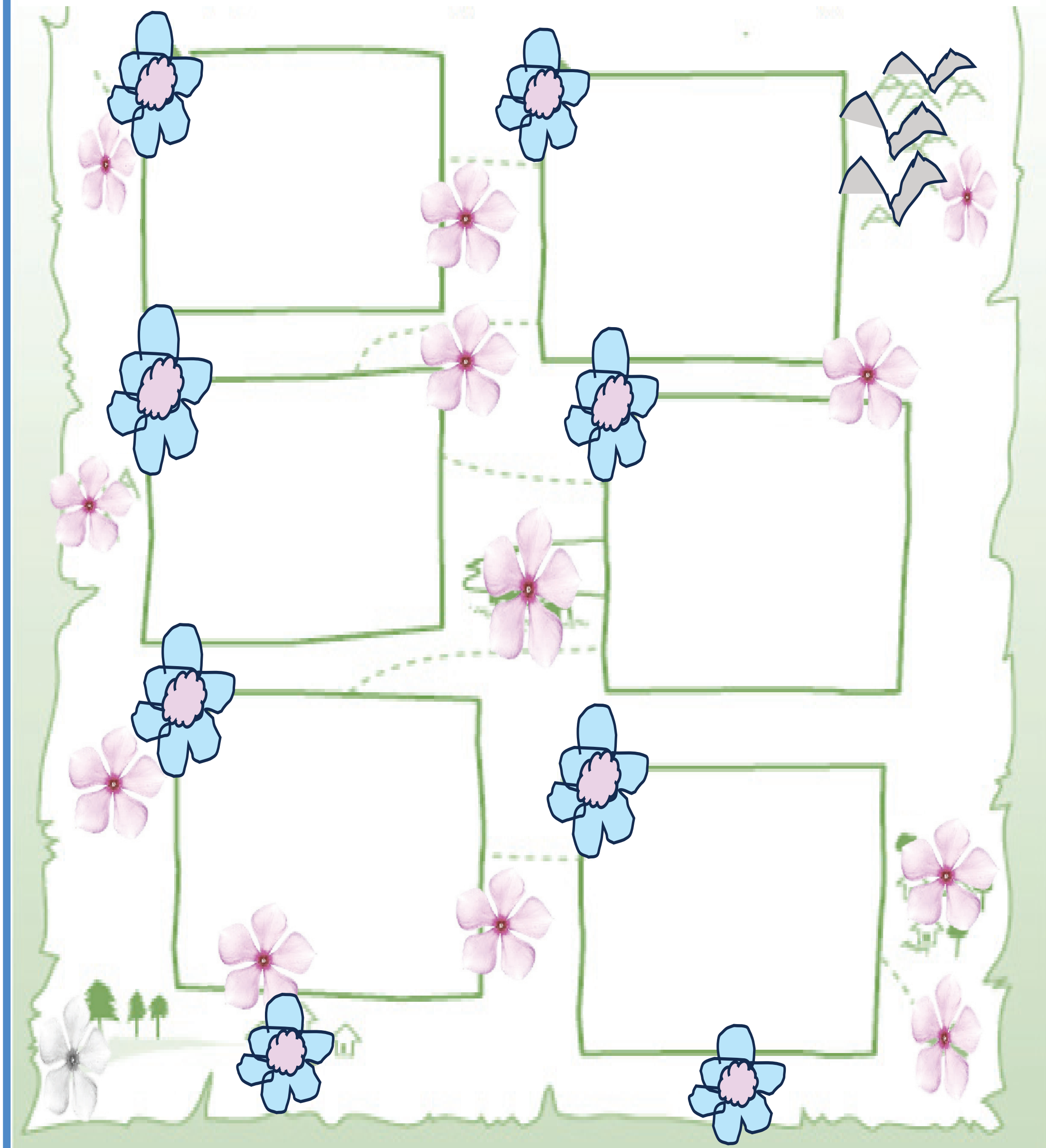

হজরত আবু বকর (রা.)

পরিচয়

হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই হজরত মুহাম্মদ (স.) এর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হজরত আবু বকর (রা.) প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় নবিজির সাথে থাকতেন। নবিজিকে তিনি বিশ্বাস করতেন ও ভালোবাসতেন।

মহানবি (স.) এর ইন্তেকালের পর তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। সে সময় আরবে বেশ কিছু সমস্যা তৈরি হয়। কেউ কেউ নিজেকে নবি দাবি করে, কিছু লোক ইসলাম ত্যাগ করে, আবার কেউ বা জাকাত দিতে অস্বীকার করে। তাঁর চেষ্টায় ইসলামে পুনরায় শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এছাড়া তিনিই প্রথম পবিত্র কুরআনকে একত্রিত করে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন।

চিত্র: গ্রন্থ আকারে পবিত্র কুরআন

হজরত আবু বকর (রা.) ব্যবসা-বাণিজ্য করে উপার্জন করতেন। তবে খলিফা নির্বাচিত হবার পর অন্যদের পরামর্শে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দেন। তখন সংসার চালানোর জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অল্পকিছু ভাতা নিতেন। তিনি ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ৬১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মদিনায় মহানবি (স.) এর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

ক) হজরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে আমরা জানলাম। এর আলোকে নিচের প্রবাহচিত্রটি পূরণ করি। কাজটি একা করি।

জন্মসাল	.... গ্রন্থ আকারে একত্রিত করেন	.........উপার্জন করতেন
জন্মস্থান	.............দমন করেন	...... সালে ইন্তেকাল করেন
বয়স	............তম খলিফা	..........দাফন করা হয়

খ) আমরা হজরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে জানলাম। তিনি যেসব কাজ করেছেন তা নিচে সাজিয়ে লিখি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

হজরত আবু বকর (রা.) যেসব কাজ করেছেন

হজরত আবু বকর (রা.) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ

হজরত আবু বকর (রা.) অনুকরণীয় আদর্শের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীল, দয়ালু ও পরোপকারী মানুষ। তিনি সকল বিপদ-আপদে নবিজি ও অন্য সাহাবিদের পাশে দাঁড়াতেন। তাবুকের যুদ্ধের সময় তাঁর সকল ধন-সম্পদ এনে হাজির করেন নবিজির সামনে। যেন সেসব সম্পদ ইসলামের সেবায় ব্যয় করতে পারেন।

তিনি তাঁর আশপাশের গরিব ও অসহায় মানুষদের সহযোগিতা করতেন। তিনি খলিফা থাকাকালীন মদিনায় এক অসহায় অন্ধ বৃদ্ধা বাস করত। তাকে দেখার মতো কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না। হজরত উমর (রা.) তার দেখাশোনা শুরু করলেন। তিনি একদিন গিয়ে দেখেন তার আগেই কেউ একজন বৃদ্ধার পরিচর্যা করে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দিনও এমন হল। তিনি বৃদ্ধাকে লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তবে লোকটির নাম জানা গেল না। পরদিন তিনি আগে গিয়ে লুকিয়ে থাকলেন। দেখলেন যে খলিফা আবু বকর (রা.) এসে বৃদ্ধার সেবাযত্ন করছেন।

সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহিতা ছিল হজরত আবু বকর (রা.) এর চরিত্রের অন্যতম দিক। তাঁকে খলিফা নির্বাচনের পর তিনি উপস্থিত মানুষদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা যদি দেখেন আমি সঠিক কাজ করছি, আপনারা আমাকে সহযোগিতা করবেন। যদি দেখেন বিপদগামী হচ্ছি, সতর্ক করে দিবেন।' তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন।

তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল ও বিচক্ষণ মানুষ। ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তিনি ইসলামের সংকটজনক সময়ে হাল ধরেন। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বের ফলে হজরত মুহাম্মদ (স.) এর ইন্তেকালের পর তৈরি হওয়া সমস্যাগুলো দূরীভূত হয়েছিল। ইসলামি রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হয়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে আরবের বাইরে। এজন্য তাঁকে 'ইসলামের ত্রাণকর্তা'ও বলা হয়। এসব গুণাবলির জন্য ইসলামের ইতিহাসে হজরত আবু বকর (রা.) এর নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ক) হজরত আবু বকর (রা.) এর জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর যেসব গুণ প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে দলে আলোচনা করি। তারপর সেগুলো সাজিয়ে একটি 'আদর্শ বৃক্ষ' তৈরি করি।

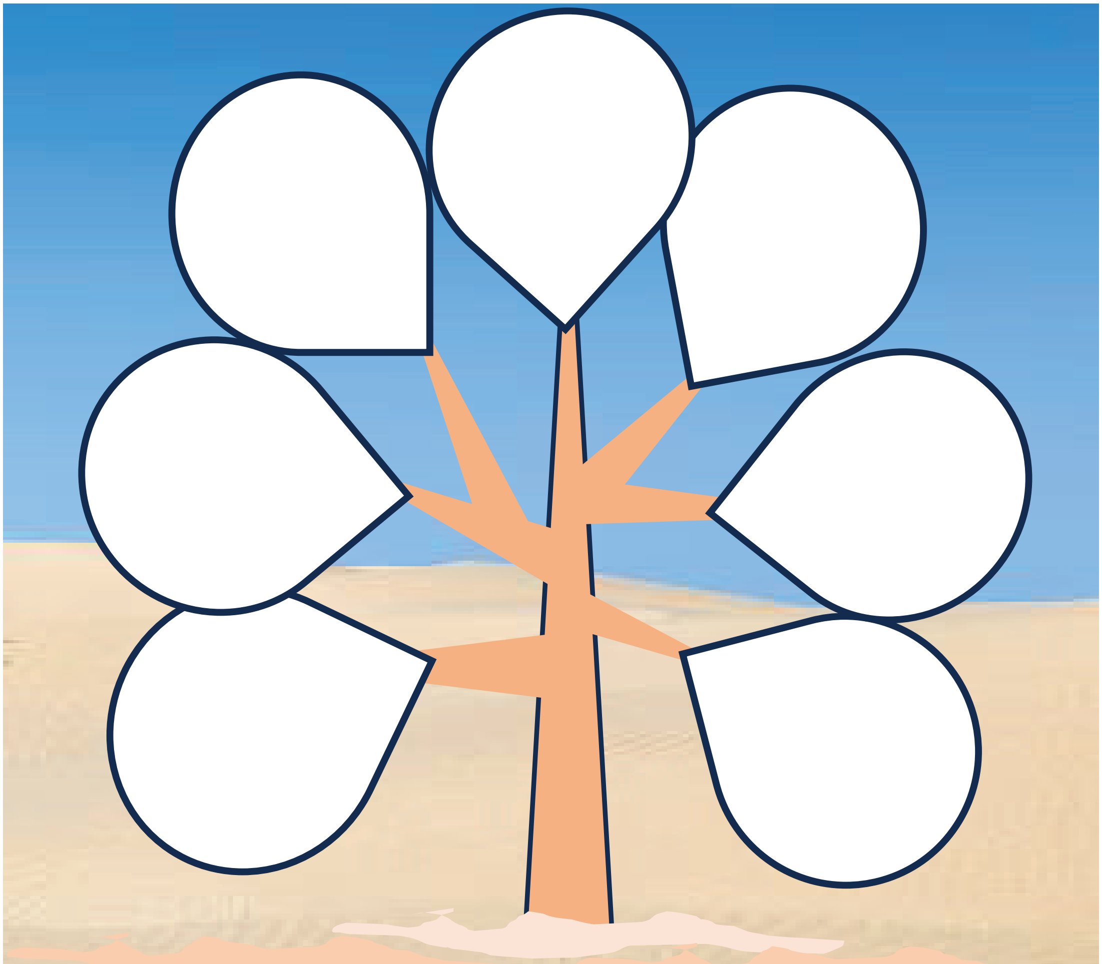

হজরত আবু বকর (রা.) এর জীবনাচরণ থেকে আমরা যেসব বিষয় অনুসরণ করতে পারি তা হল:

- আমরা অন্যের প্রতি দয়াশীল হব এবং অন্যের উপকার করার চেষ্টা করব। চেষ্টা করব সাধ্যমতো অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়াতে।
- গরিব, অসহায় ও বৃদ্ধ মানুষদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করব। সাধ্যমতো দান করব। চেষ্টা করব দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখতে।

- বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করব। দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের অবহেলা করব না।
- কোনো সমস্যা দেখলে ধৈর্যশীল থাকব। ধৈর্য ও মনোবল বজায় রেখে যেকোনো সমস্যার মোকাবেলা করব। চেষ্টা করব সমস্যায় হাল ধরতে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে।

খ) হজরত আবু বকর (রা.) এর আদর্শ চর্চার জন্য কী করব তা দলগতভাবে আলোচনা করে ঠিক করি এবং নিচের ছকে লিখি।

অনুশীলনী

১| সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও:

ক) কত খ্রিস্টাব্দে মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) জন্মগ্রহণ করেন?

১. ৫৬০ খ্রিস্টাব্দে
২. ৫৮০ খ্রিস্টাব্দে
৩. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে
৪. ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে

খ) নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় কে সর্বাধিক তাগিদ দিয়েছেন?

১. হজরত আবু বকর (রা.)
২. হজরত উমর (রা.)
৩. হজরত মুহাম্মদ (স.)
৪. হজরত সোলাইমান (আ.)

গ) মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) কেমন স্বভাবের মানুষ ছিলেন?

১. গম্ভীর
২. রাগী
৩. শান্ত ও বিনয়ী
৪. অস্থির

ঘ) ‘ইসলামের ত্রাণকর্তা’ কাকে বলা হয়?

১. হজরত আবু বকর (রা.)
২. হজরত মুহাম্মদ (স.)
৩. হজরত উমর (রা.)
৪. হজরত সোলাইমান (আ.)

ঙ) হজরত আবু বকর (রা.) কেমন স্বভাবের ছিলেন?

১. কঠোর
২.দাম্ভিক
৩. নিষ্ঠুর
৪. সহানুভূতিশীল

চ) ‘আমি সঠিক কাজ করলে সহযোগিতা করবেন আর বিপথগামী হলে সতর্ক করবেন’ এ কথা কে বলেছেন?

১. হজরত আবু বকর (রা.)
২. হজরত উমর (রা.)
৩. হজরত উসমান (রা.)
৪. হজরত আলী (রা.)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

২। শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক. মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) একজন উত্তম ----------- মানুষ ছিলেন।

খ. মহানবি (স.) তাঁর দুধমাতা হালিমা (রা.)কে দেখামাত্র ------------ সম্মান জানাতেন।

গ. হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের ------------ খলিফা।

ঘ. হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন দানশীল, দয়ালু ও ------------ মানুষ।

ঙ. হজরত আবু বকর (রা.) পবিত্র কুরআনকে ---------- করে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন|

৩। দাগ টেনে মিল করি:

বাম পাশের অংশ	ডান পাশের অংশ
প্রাচীন আরবে কন্যা শিশুদের	হজরত আবু বকর (রা.) এর নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।
মহানবি (স.) এর গুণাবলী	মহানবি (স.) এর হাতে তুলে দেন।
ধৈর্য্য ও দক্ষ নেতৃত্বের জন্য	জীবন্ত কবর দেয়া হতো।
মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) এর হাতে	আমাদের জন্য আদর্শ।
তাবুকের যুদ্ধে ব্যয় করার জন্য হজরত আবু বকর (রা.) সমস্ত সম্পদ	হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপিত হয়।

৪। শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয় :

ক. হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন অসীম ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

খ. মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) ‘হিলফুল ফুযুল’ গঠন করেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

গ. আমাদের জন্য মহানবি (স.) এর জীবনাদর্শ অনুকরণীয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঘ. হজরত আবু বকর (রা.) গরিব ও অসহায় মানুষদের সহায়তা করতেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঙ. হজরত আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অনেক বেশি ভাতা নিতেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

ক. নবি ও সাহাবিগণের জীবনযাপন সম্পর্কে জানলে আমাদের কী লাভ হয়?

খ. কুরাইশরা হজরত মুহাম্মদ (স.) কে আল-আমিন নামে কেন ডাকত?

গ. হিলফুল ফুযুল কী?

ঘ. হজরত আবু বকর (রা.) কে 'ইসলামের ত্রাণকর্তা' কেন বলা হয়?

ঙ. হজরত আবু বকর (রা.) কেমন গুণের অধিকারী ছিলেন?

৬। বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

ক. নবি-রাসুলগণের জীবনচরিত জেনে কীভাবে তাদের আদর্শ অনুসরণ করবে তা লেখ।

খ. মহানবি (স.) এর আদর্শ কীভাবে অনুসরণ করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

গ. কীভাবে হজরত আবু বকর (রা.) জীবনাদর্শ অনুসরণ করবে তা বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির পরিচয়

আমরা সমাজে বাস করি। আমাদের কিছু নিয়ম ও নীতি মেনে চলতে হয়। তাতে অন্য মানুষের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়। এ সকল নীতি মেনে চলা আমাদের নৈতিক গুণ। এই গুণের ফলে আমরা আমাদের বড়োদের শ্রদ্ধা করি। তাতে তারা খুশি হয়ে আমাদের আদর-স্নেহ করেন।

আমরা মানুষ। আমাদের আশপাশে কেউ বিপদে পড়লে আমাদের খারাপ লাগে। আমরা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাই। এটা হল আমাদের মানবিক গুণ। মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের সুখে-দুঃখে সহমর্মী হয়ে আমরা আরও অনেক ভালো কাজ করি। যেমন, আমরা অসহায় ও গরিব লোকদের সাহায্য করি। এগুলো আমরা করি আমাদের মানবিক গুণের কারণে।

হাদিসে আখলাক শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। আখলাক শব্দের অর্থ হল চরিত্র। আখলাক দুই প্রকার, আখলাকে হামিদা ও আখলাকে যামিমা। আখলাকে হামিদা হল প্রশংসনীয় চরিত্র। আর আখলাকে যামিমা হল নিন্দনীয় চরিত্র। আখলাকে হামিদা হল আমাদের নৈতিক ও মানবিক গুণ।

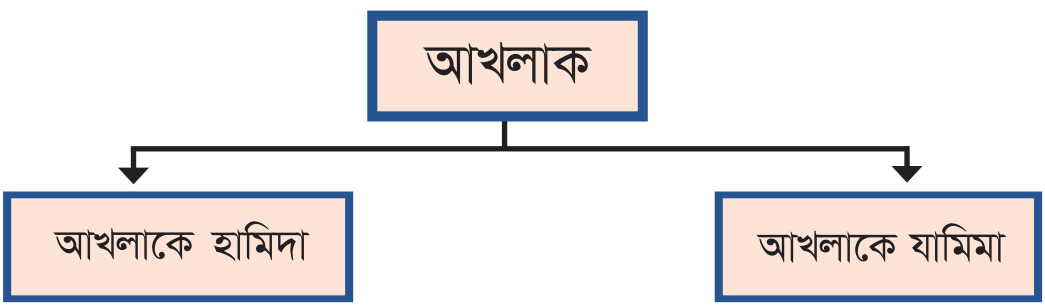

আখলাকে হামিদার উদাহরণ হল সহমর্মিতা, উদারতা, দেশপ্রেম, সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরোপকার, ত্যাগের মনোভাব ইত্যাদি। আমরা সর্বদা এই গুণগুলো অনুসরণ করব।

আখলাকে যামিমা ক্ষতিকর। এর উদাহরণ হল মিথ্যা কথা বলা, অন্যের সমালোচনা করা, মারামারি করা, গালি দেওয়া, কাউকে না বলে তার কিছু নিয়ে যাওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস পেয়ে ফেরত না দেওয়া ইত্যাদি। আমরা সর্বদা এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকব।

মহানবি (স.) বলেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

উচ্চারণ: ইন্নামা বুয়িসতু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক

অর্থ: আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।

তাই আমরা উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য সর্বদা চেষ্টা করব। মহানবি (স.) এর আদর্শগুলো আমাদের জীবনে ধারণ করব। আব্বা আম্মার কথা শুনব। সহপাঠীদের সাহায্য করব। মেহমানের সাথে সুন্দর ব্যবহার করব। মানুষের সেবা করব। জীবে দয়া করব। সব সময় সত্য কথা বলব। সৎ পথে চলব। মিথ্যা কথা বলব না। পাপ কাজ করব না। সবাইকে সালাম দিব।

ক) নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি কী তা বলি ও তালিকা করি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

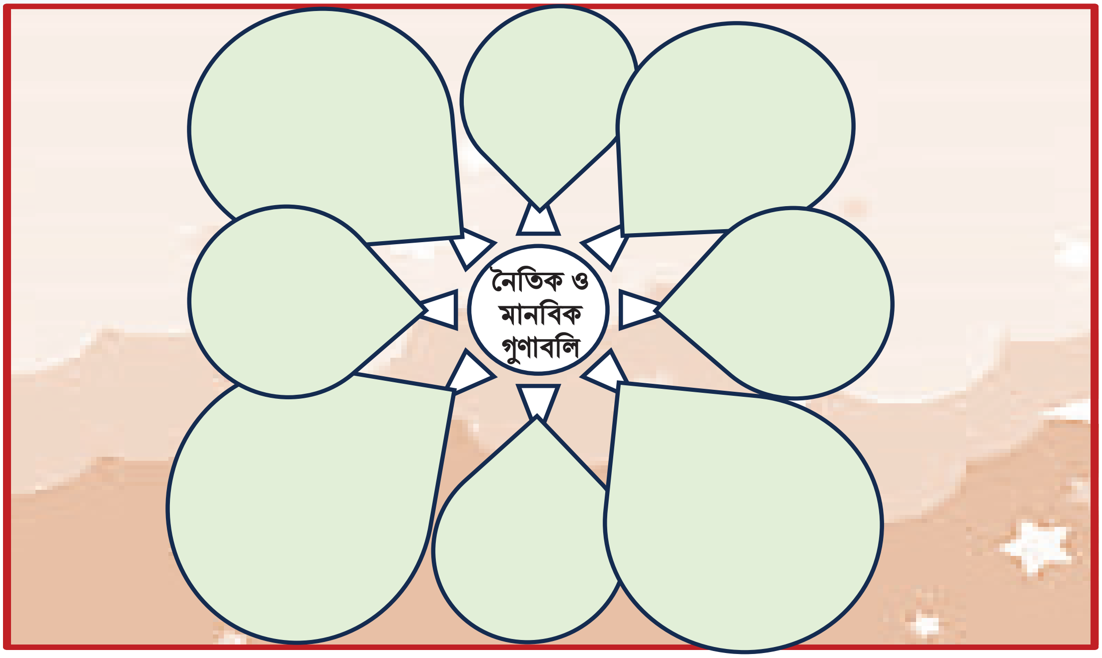

খ) বাড়িতে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অনুসরণ করে কী কী কাজ করি তা লিখি। কাজটি একা করি।

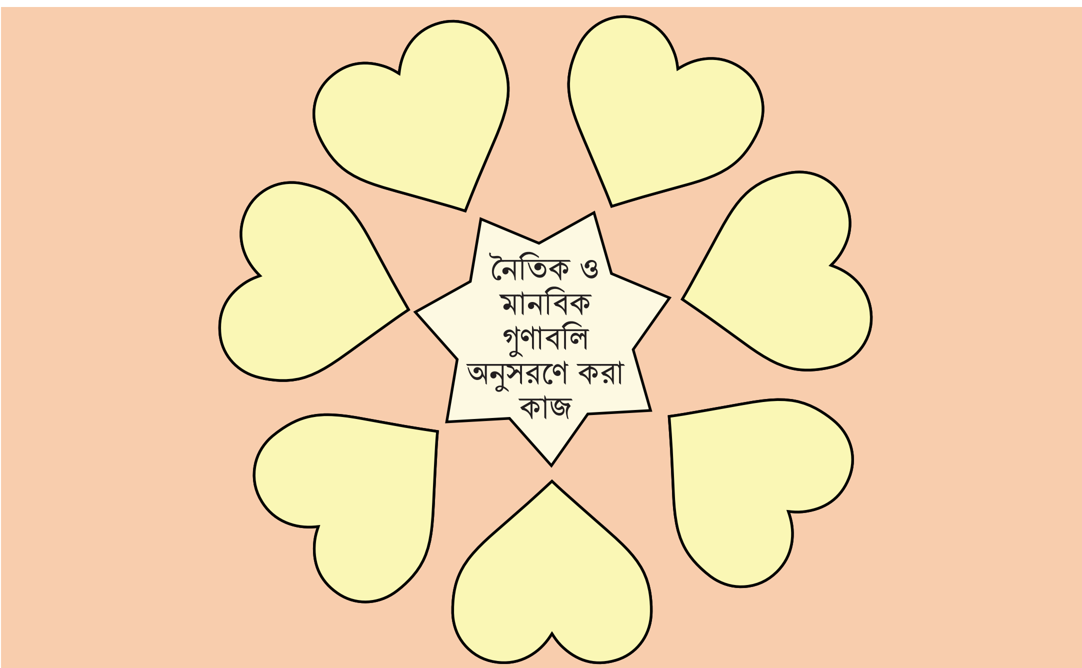

সহমর্মিতা

আমাদের আপনজনদের মধ্যে কেউ বিপদে পড়লে আমাদের খারাপ লাগে। আমরা তাদের প্রতি সহমর্মী হই ও তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসি। তাদের অনেকেই দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও অভাব-অনটনে পড়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তাদের এই কষ্টকে অনুভব করে তাদের সাথে সমব্যথী হওয়াই হল সহমর্মিতা। তাহলে সহমর্মিতার উদ্দেশ্য হল মানুষের দুঃখ-কষ্টে দরদি হওয়া, তাদের দুঃখ-কষ্ট নিজের ভেতর অনুভব করে বিপদ-আপদে সাহায্য করা।

সহমর্মিতার মাধ্যমে অসহায় মানুষের সমস্যার সমাধান হয়। সমাজে সকল মানুষের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়। ইসলামে তাই সহমর্মিতার ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহানবি (স.) বলেছেন,

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

উচ্চারণ: ইরহামূ মান ফিল আরদি ইয়ারহামকুম মান ফিস সামাই

অর্থ: পৃথিবীতে যারা রয়েছে তোমরা তাদের প্রতি সহমর্মী হও। তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি (মহান আল্লাহ) তোমাদের প্রতি সহমর্মী হবেন।

মহানবি (স.) ইয়াতিম ছিলেন। তিনি ইয়াতিম শিশুদের প্রতি সহমর্মী ছিলেন এবং নিজের সন্তানের মতোই তাদের ভালোবাসতেন। এক ইদে নামাজ শেষে তিনি ঘরে ফিরছিলেন। এমন সময় দেখলেন, মাঠের এক কোণে বসে একটি শিশু কাঁদছে । রাসুল (স.) ছেলেটির কাছে গিয়ে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। শিশুটি বলল, আমার আব্বা-আম্মা নেই। তিনি পরম আদরে শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। মুহাম্মদ (স.) তাঁর স্ত্রী হজরত আয়েশা (রা.) কে ডেকে বললেন, হে আয়েশা! ইদের দিনে তোমার জন্য একটি উপহার নিয়ে এসেছি। এই নাও তোমার উপহার। ছেলেটিকে পেয়ে দারুণ খুশি হলেন হজরত আয়েশা (রা.)। দেরি না করে মুহূর্তেই তাকে গোসল করিয়ে জামা পরালেন। তারপর তাকে পেট ভরে খেতে দিলেন। রাসুল (স.) ছেলেটিকে বললেন, আজ থেকে আমরাই তোমার পিতা-মাতা। নবিজি (স.) এর কথা শুনে ছেলেটি খুশি হল।

খলিফা হজরত উমর (রা.) এক রাতে প্রজাদের খোঁজ-খবর নিতে মদিনার লোকালয়ে বের হলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটি ক্ষুধার্ত পরিবারকে দেখতে পেলেন। পরিবারের ক্ষুধার্ত বাচ্চারা কান্নাকাটি করছিল। তাদের মা শূন্য হাঁড়িতে পানি গরম করছিলেন। শিশুরা কেন কান্নাকাটি করছে খলিফা তা জানতে চান। শিশুদের মা বললেন, আমাদের ঘরে কোনো খাবার নেই। ক্ষুধায় বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে। তাই শূন্য হাঁড়িতে পানি গরম করছি। তারা তাতে মনে করবে খাবার রান্না করছি। এভাবে খাবারের অপেক্ষায় থেকে তারা এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে। একথা শুনে খলিফা খুবই ব্যথিত হলেন। তিনি সরকারি গুদাম থেকে খাবার নিয়ে এসে ঐ পরিবারকে দিলেন।

আমরাও দুঃখী মানুষের প্রতি সহমর্মী হব। তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসব। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে যারা অভাব-অনটনে রয়েছে তাদেরকে সাহায্য করব। আমাদের সহপাঠীদের সাথেও ভালো ব্যবহার করব। তাদেরকে যেকোনো সমস্যায় সহযোগিতা করব। তাদেরকে সব সময় হাসিখুশি রাখব, তাদের সাথে ভাই-বোনের মতো আচরণ করব। এভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করব।

ক) নিচের বাম ও ডান পাশের তথ্যগুলো দাগ টেনে মিল করি। কাজটি একা করি।

বামপাশ
১) কেউ বিপদে পড়লে
২) দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও অভাব-অনটনে
৩) সহমর্মিতার মাধ্যমে অসহায় মানুষের
৪) অন্যের কষ্টকে অনুভব করে সমব্যথী
৫) তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি সহমর্মী হও

ডানপাশ
১) অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে।
২) সমস্যার সমাধান হয়।
৩) হওয়াই হল সহমর্মিতা।
৪) যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি সহমর্মী হবেন।
৫) আমাদের খারাপ লাগে

খ) বিষয়বস্তু পড়ি। মহানবি (স.) ও হজরত উমর (রা.) এর সহমর্মিতার গল্পটি আলোচনা করি ও নিজের ভাষায় লিখি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

শুরু

মধ্যভাগ

শেষভাগ

গ) আমাদের আশপাশের অভাবী লোকদের জন্য কী ধরনের সহমর্মিতামূলক কাজ করব তা নিচের সহমর্মিতা গাছের নির্দিষ্ট স্থানে লিখি।

সহমর্মিতা গাছ

উদারতা

উদারতা মানুষের একটি মানবিক গুণ। এই গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে উদার বলা হয়। উদারতা হল অন্যের কথা, কাজ ও চিন্তা-ভাবনার প্রতি সহনশীল হওয়া। মানুষকে ক্ষমা করা এবং পরোপকারী হওয়াও উদারতা।

মহানবি (স.) কথায়, কাজে ও ব্যবহারে উদার ছিলেন। তিনি সবসময় অন্যের সাথে উদার মনে মিশতেন। হাসিমুখে কথা বলতেন। তাঁর মধুর কথায় সবাই মুগ্ধ হতো। তাঁর সাহাবি হজরত আনাস (রা.) বলেন, 'আমি ১০ বছর রাসুল (স.) এর খেদমত করেছি। আমার কোনো কাজে আপত্তি করে তিনি কখনো বলেননি, এমন কেন করলে বা এমন করনি কেন?'

মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের লোকদের প্রতিও উদারতা দেখিয়েছেন। তিনি তাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। একবার এক অমুসলিম ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করে দিলে কোনো কোনো সাহাবি রেগে যান। মহানবি (স.) সাহাবিগণকে বললেন, লোকটিকে প্রস্রাব করতে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।

মহানবি (স.) এর সাহাবিগণও ছিলেন উদার ও পরোপকারী। একবার এক ব্যক্তি জনৈক সাহাবিকে একটি ছাগলের মাথা হাদিয়া দেয়। তিনি দেখলেন যে, তার প্রতিবেশী অধিক অভাবী। তাই তিনি মাথাটি প্রতিবেশীকে দিয়ে দেন। প্রতিবেশী মাথাটি না রেখে তার চাইতে অধিক অভাবী অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে দেন। এভাবে ছাগলের মাথাটি সাত ঘর ঘুরে পুনরায় প্রথম সাহাবির ঘরে ফিরে আসে।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উদারতার গুণ অনুসরণ করব। কেউ যদি আমাদের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় এবং তা সময়মতো পরিশোধ করতে না পারে তাহলে আমরা তার সাথে রাগ না করে তাকে সময় দিব। এটাও উদারতা। অন্যের বিপদে সাহস জোগাব, ক্ষুধার্তকে খাবার দিব, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিব, অন্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করব, অন্যের সাথে হাসিমুখে কথা বলব, বয়স্ক বা দুর্বলদের সাহায্য করব, দানশীল হব, কথা ও কাজে নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শন করব, সবার সাথে সহনশীল আচরণ করব।

ক) মহানবি (স.) ও সাহাবিদের উদারতার ঘটনা থেকে কী শিখলাম তা লিখি। কাজটি একা করি।

খ) দৈনন্দিন জীবনে উদারতার গুণ অবলম্বন করে কী কী কাজ করব তার একটি তালিকা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

গ) বন্ধুরা মিলে যেসব উদারতামূলক কাজের তালিকা করেছি তা একত্র করি। এবার এসব কাজ অভিনয় করে দেখাই। কাজটি দলগতভাবে করি।

দেশপ্রেম

দেশপ্রেম হল নিজের দেশকে ভালোবাসা। নিজের দেশকে ভালোবেসে এর উন্নয়নের জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা।

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসতেন। তিনি নিজের জন্মভূমি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে যান। যাবার সময় তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বারবার মক্কার দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'হে মক্কা! আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার কাছে কতই না প্রিয়! আমার স্বজাতি যদি আমাকে নির্যাতন করে বের করে না দিত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।'

হিজরতের পর মদিনাকে তিনি নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি মদিনাকে ভালোবাসতেন। মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও এর উন্নয়নের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন যাতে অশান্ত মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিত্র: জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন দেশপ্রেমের প্রতীক

আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি আগে পরাধীন ছিল। দেশকে ভালোবেসে দেশের স্বাধীনতার জন্য ৩০ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। যারা শহিদ হয়েছেন তাঁদের জন্য আমরা দু'আ করব। মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। আমরা তাঁদেরকে সম্মান করব। দেশের মানুষকে ভালোবাসব। দেশের কল্যাণে কাজ করব। দেশের উন্নয়নের জন্য যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করব। আমরা শিক্ষার্থী। পড়ালেখা করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব। আমরা ভালোভাবে পড়ালেখা করব। তাহলে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারব। আমাদের বাড়িতে যারা লেখাপড়া জানেন না তাদের লেখাপড়া শেখাব। সকল ভালো কাজে

সহযোগিতা করব। কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করব। দেশের প্রকৃতি ও জীবজগৎকেও আমরা ভালোবাসব। এদের যত্ন নিব। আমরা গাছ লাগাবো। ফুল ও সবজির বাগান করব। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বড়োদের সঙ্গে অংশ নিব।

ক) বিষয়বস্তু ভালোভাবে পড়ি। নিচের শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাই। কাজটি একাকী করি।

১) দেশপ্রেম হল নিজের দেশকে .... ।

২) মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) নিজের .... ভালোবাসতেন।

৩) স্বাধীনতার জন্য .... মানুষ তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

৪) পড়ালেখা করা আমাদের প্রধান ....।

৫) প্রকৃতি ও জীবজগৎকেও আমরা ....।

খ) মহানবি (স.) ও অন্যদের দেশপ্রেমের ঘটনা আলোচনা করি। ইসলামে দেশপ্রেম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

গ) ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে দেশের জন্য কী ধরনের কাজ করব তা নিচের ছকে লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

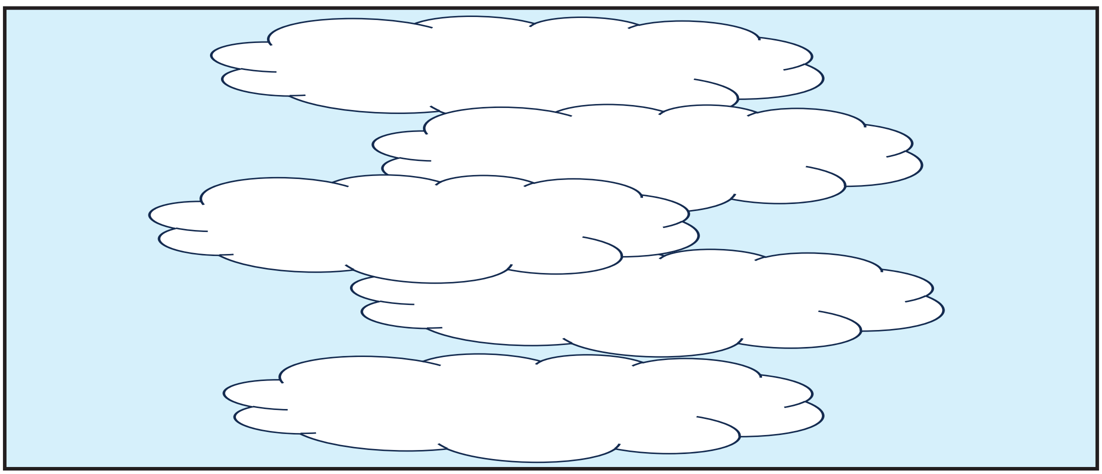

ঘ) ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে ভালোবেসে যেসব কাজ করব তা ভূমিকাভিনয় করে দেখাই। কাজটি দলগতভাবে করি।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও:

ক) কোনটি নৈতিক গুণ?

১. অসহায়কে সাহায্য করা
২. বড়োদের শ্রদ্ধা করা
৩. অন্যের সুখে-দুঃখে সহমর্মী হওয়া
৪. গরিবকে সাহায্য করা

খ) 'আখলাক' শব্দের অর্থ কী?

১. সত্যবাদী
২. চরিত্র
৩. সেবাপরায়ণ
৪. সাহায্যকারী

গ) নৈতিক ও মানবিক গুণকে আরবিতে কী বলা হয়?

১. আখলাকে যামিমা
২. সত্যবাদিতা
৩. সদাচার
৪. আখলাকে হামিদা

ঘ) অন্যের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে তাকে সাহায্য করা কোন ধরনের গুণ?

১. পরমতসহিষ্ণুতা
২. সহনশীলতা
৩. সহমর্মিতা
৪. সত্যবাদিতা

ঙ) কোনটি উদারতা গুণের উদাহরণ?

১. সত্য কথা বলা
২. অন্যের কথা ও কাজের প্রতি সহনশীল হওয়া
৩. ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করা
৪. কাজে-কর্মে সৎ থাকা

ছ) দেশের উন্নয়নের জন্য যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করাকে কী বলে?

১. দেশপ্রেম
২. সদাচার
৩. উদারতা
৪. সহমর্মিতা

২। শূন্যস্থান পূরণ:

ক. আখলাকে ---------- ক্ষতিকর।

খ. মহানবি (স.) বলেছেন, 'আমি -------------- চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।'

গ. মহানবি (স.) ইয়াতিম শিশুদের প্রতি ------------ ছিলেন।

ঘ. মানুষকে ক্ষমা করা এবং পরোপকারী হওয়াও --------------।

ঙ. দেশপ্রেম হল ------------ দেশকে ভালোবাসা।

চ. হজরত মুহাম্মদ (স.) নিজের দেশকে --------------।

৩। দাগ টেনে মিল করি:

বাম পাশের অংশ	ডান পাশের অংশ
সমাজে আমাদের কিছু নিয়ম ও নীতি	মানুষের দুঃখ-কষ্টে দরদি হওয়া
আখলাকে যামিমার উদাহরণ হল	উদারতা দেখিয়েছেন।
সহমর্মিতার উদ্দেশ্য হল	হে মক্কা! আমি তোমাকে ভালোবাসি।
মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের লোকদের প্রতিও	কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস ফেরত না দেয়া।
মহানবি (স.) বারবার মক্কার দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন-	আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
পড়ালেখা করা	মেনে চলতে হয়।

৪। শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়:

ক. আখলাকে যামিমা হল আমাদের নৈতিক ও মানবিক গুণ। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

খ. সহমর্মিতার মাধ্যমে অসহায় মানুষের সমস্যার সমাধান হয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

গ. উদারতা হল অন্যের কথা, কাজ ও চিন্তা-ভাবনার প্রতি সহনশীল হওয়া। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঘ. মাতৃভূমির উন্নয়নের জন্য নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করাই দেশপ্রেম। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঙ. মহানবি (স.) নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসতেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

ক. নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি কী?

খ. সহমর্মিতা কাকে বলে?

গ. উদারতার সংজ্ঞা দাও।

ঘ. দেশপ্রেম বলতে কী বুঝায়?

ঙ. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের কী করা উচিত?

৬। বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

ক. পরস্পরের প্রতি সহমর্মী হয়ে যে কাজগুলো করবে তার তালিকা তৈরি কর।

খ. মহানবি (স.) এর উদারতা সম্পর্কে বর্ণনা কর।

গ. মহানবি (স.) এর দেশপ্রেম সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মীয় সম্প্রীতি

অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক

ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো সকল ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা। কারো ক্ষতি না করা। একে অন্যকে সহযোগিতা করা। সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন। ধর্মীয় সম্প্রীতি সকল ধর্মের লোকদের সহনশীল ও সহমর্মী করে।

আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্ম ইসলাম। আমাদের আশপাশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্য ধর্মের মানুষও বাস করে। তাঁরা আমাদের সহপাঠী, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষক। ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এতে আমাদের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় থাকবে।

বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আমরা অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। যেমন- একে অন্যকে সহযোগিতা করা, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা, অন্য ধর্মের প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়া, বিপদ-আপদে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

মহানবি (স.) মদিনায় বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মদিনা সনদ প্রণয়ন করেছিলেন। মদিনা সনদ হলো মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লিখিত একটি চুক্তি। এ সনদে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ অংশ নেয়। এরপর থেকে মদিনায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম নির্বিঘ্নে পালন করত। তারা মিলেমিশে থাকত। একে অন্যকে সহযোগিতা করত।

চিত্র: মদিনা সনদের ক্যালিগ্রাফি

আমরা অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করব। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলব। তাদের ক্ষতি করব না। তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করব। তাদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করব।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি। শুদ্ধ-অশুদ্ধ যাচাই করি। কাজটি একা করি।

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	শুদ্ধ/অশুদ্ধ
১	ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো সকল ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা।	
২	আমাদের দেশে শুধু ইসলাম ধর্মের মানুষ বাস করে।	
৩	মহানবি (স.) মদিনায় ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।	
৪	সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন নেই।	
৫	মদিনায় ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকারী সনদের নাম মদিনা সনদ।	

খ) কী কী কাজ করলে অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে তা বর্ণনা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল আচরণ

আমাদের চারপাশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে। তাদের সঙ্গে সহনশীল আচরণ করতে হবে।

বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহনশীল আচরণ করা যায়। যেমন- তাদেরকে নির্বিঘ্নে নিজেদের ধর্ম পালন করতে দেওয়া, তাদের উৎসব ও অনুষ্ঠান পালনে বাধা না দেওয়া, তাদের উপকার করা, তাদের সম্পদের সুরক্ষা দেওয়া, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

ভিন্ন ধর্মের মানুষের উপাস্যকে গালি দিতে বারণ করে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ ওয়া লা- তাছুব্বুল্লাযিনা ইয়াদ্‘উনা মিন দুনিল্লাহি।

অর্থঃ আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। (সূরা আল-আনআম: ১০৮)

মহানবি (স.) নিজে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। তাঁর সাহাবিগণকেও ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দিতেন। মহানবি (স.) বলেছেন, যে একজন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের ওপর নির্যাতন করে আমি আখিরাতের দিনে তার (জুলুমকারীর) বিরুদ্ধে বিচার চাইব।

আমরা সকল ধর্মের মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করব। কাউকে তার ধর্ম পালনে বাধা দিব না। কোনো ধর্ম সম্পর্কে মন্দ কথা বলব না। কাউকে নির্যাতন করব না। সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করব।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি, ভাবি ও শূন্যস্থান পূরণ করি। কাজটি একা করি।

১. অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে আমরা --------- আচরণ করব।

২. অন্য ধর্মের লোকদের স্বাধীনভাবে ------- পালন করতে দেওয়া হলো সহনশীল আচরণ।

৩. পবিত্র কুরআনে ভিন্ন ধর্মের লোকদের উপাস্যকে ------- দিতে বারণ করা হয়েছে।

৪. আমাদের মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে ------- ব্যবহার করতেন।

৫. আমাদের মহানবি (স.) চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের ওপর --------- করতে নিষেধ করেছেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

খ) ইসলামের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কী কী সহনশীল আচরণ করব তা পরস্পর আলোচনা করে তালিকা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

গ) সূরা আল-আনআমের ১০৮ নং আয়াতের অর্থ ও শিক্ষা পোস্টারে লিখে প্রদর্শন করি। কাজটি একা করি।

আয়াতের অর্থ:

আয়াতের শিক্ষা:

ঘ) ছবি/ভিডিও চিত্র দেখে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল আচরণের অভিনয় করে দেখাই। কাজটি দুজনে মিলে করি।

ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ

আমাদের চারপাশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বসবাস করেন। সমাজে তারাও সম্মানীয় ব্যক্তি। তাদের সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে হবে।

মানুষ হিসেবে সব ধর্মের লোক সম্মানিত। মহান আল্লাহ সকল মানুষকে সম্মানিত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেছেন,

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

উচ্চারণ: ওয়ালাকাদ কার্‌রামনা বানী আদাম

অর্থ: আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। (সূরা বনি ইসরাইল: ৭০)

মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একবার তাঁর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তির লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। উপস্থিত সাহাবিগণ বললেন, এটি তো ইহুদির লাশ। মহানবি (স.) তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, সে কি মানুষ না? এভাবে তিনি অন্য ধর্মের মানুষদের মানুষ হিসেবে সম্মান করেছেন।

একবার নামাজের সময় হলে একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসুল! নামাজের সময় হয়েছে। কিন্তু মসজিদে একদল অমুসলিম রয়েছে। মহানবি (স.) বললেন, 'অমুসলিমদের কারণে ভূমি অপবিত্র হয় না।'

আমরা সকল ধর্মের মানুষকে সর্বদা সম্মান করব। তাদেরকে অভিবাদন জানাব। তাদেরকে মর্যাদা দিব। তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিব। তাদেরকে সহানুভূতি দেখাব। সমাজের বিভিন্ন কাজে তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করব। তাদের ক্ষতি হয় এমন কাজ করব না।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি ও ভাবি। এক কথায় উত্তর বলি। কাজটি জোড়ায় করি।

১. আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। এটি কার বাণী?

২. অমুসলিমদের কারণে ভূমি অপবিত্র হয় না। এ কথা কে বলেছেন?

৩. মৃত ইহুদির লাশকে সম্মান করে কে বলেছেন, সে কি মানুষ না?

৪. ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করব?

খ) বিষয়বস্তু পড়ি ও নিজের মতো করে সারসংক্ষেপ লিখি। কাজটি একা করি।

সারসংক্ষেপ লিখি

গ) অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি মহানবি (স.) এর আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করি এবং তা অনুসারে কী কী কাজ করব বর্ণনা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১	
২	
৩	
৪	
৫	

ঘ) অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ অভিনয় করে দেখাই। কাজটি দুজনে মিলে করি।

ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ

আমাদের চারপাশে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ। তারা আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক তার সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য।

অভাবী, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত বা বিপদগ্রস্ত মানুষ যে ধর্মেরই হোক তাকে সহযোগিতা করতে হয়। মহানবি (স.) অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন ও সেবা করতেন।

হজরত উমর (রা.) এক ইহুদি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে সাহায্য করেন। হজরত আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর ঘরে খাবার রান্না হলে তিনি তাঁর ইহুদি প্রতিবেশীর ঘরে খাবার পাঠাতেন।

আমরা আমাদের প্রতিবেশী অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলব। তারা অসুস্থ হলে খোঁজ-খবর নিব। বিপদে সাহায্য করব। অভাবগ্রস্ত হলে দান করব। ভালো খাবার রান্না হলে তাদের খেতে দিব। তাদের উৎসবে উপহার পাঠাব। আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ জানাব। তাদের পড়ালেখা ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করব।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি ও ভাবি। এক কথায় উত্তর বলি। কাজটি একা করি।

১) হজরত আবদুল্লাহ্ (রা.) এর ঘরে খাবার রান্না হলে কী করতেন?

২) অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আমরা কীরূপ আচরণ করব?

৩) অন্য ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশী অসুস্থ হলে আমরা কী করব?

খ) বিষয়বস্তু পড়ি, ভাবি ও বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাই। কাজটি একা করি।

	বামের অংশ	ডানের অংশ
১	মহানবি (স.) অমুসলিম রোগীদের	ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলব।
২	হজরত উমর (রা.) এক ইহুদি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে	তাঁর সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য।
৩	হজরত আবদুল্লাহ্ (রা.) এর ঘরে খাবার রান্না হলে	দেখতে যেতেন ও সেবা করতেন।
৪	প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক	তাঁর ইহুদি প্রতিবেশীকে খাবার পাঠাতেন।
৫	আমরা আমাদের প্রতিবেশী অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে	সাহায্য করেন।

গ) ইসলামের শিক্ষার আলোকে অন্য ধর্মের সহপাঠী, প্রতিবেশী বা পরিচিত মানুষের প্রতি কী দায়িত্ব পালন করব তার তালিকা করি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

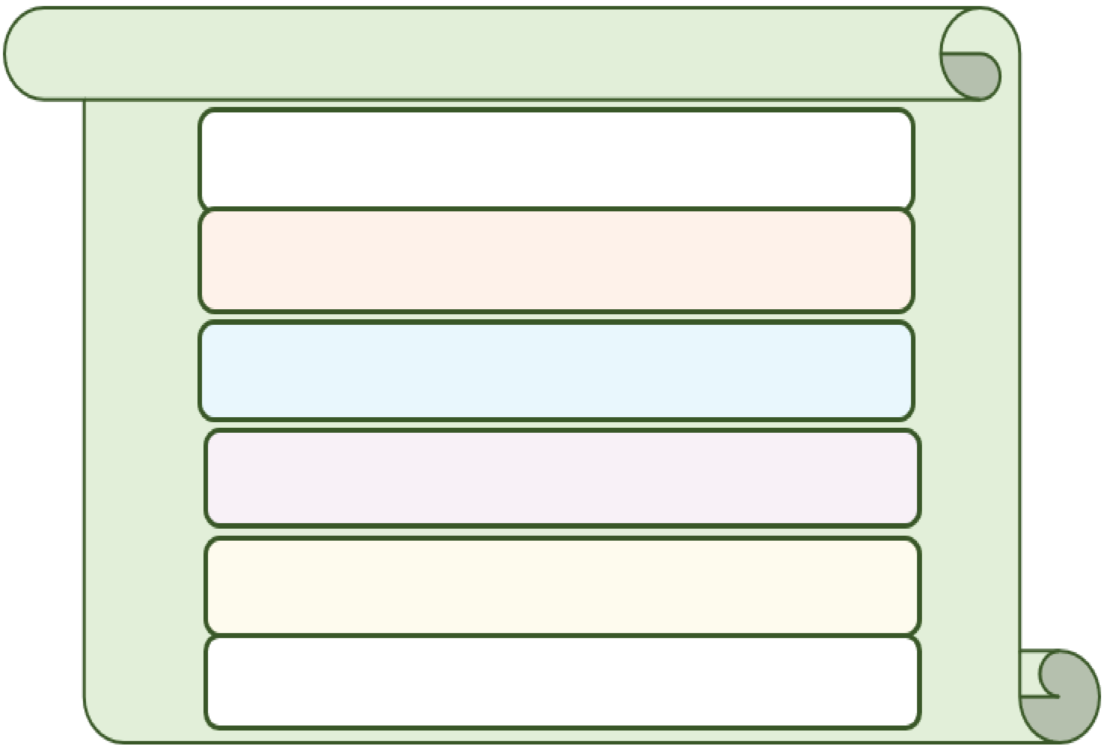

ঘ) ইসলামের এসব শিক্ষা অনুসারে অন্য ধর্মের দরিদ্র মানুষদের আর্থিক সহযোগিতার জন্য প্রকল্প পরিচালনা করি। এজন্য নিচের ছকে পরিকল্পনা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

যেসব কাজ করতে চাই	যেভাবে কাজটি করতে চাই

কে কোন দায়িত্ব পালন করবে

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও:

ক) আমাদের চারপাশে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকাকে কী বলে?

১. সামাজিক সম্প্রীতি
২. ধর্মীয় সম্প্রীতি
৩. রাষ্ট্রীয় সম্প্রীতি
৪. রাজনৈতিক সম্প্রীতি

খ) 'মদিনা সনদ' কে প্রণয়ন করেন?

১. হজরত মুহাম্মদ (স:)
২. হজরত উসমান (রা.)
৩. হজরত আবু বকর (রা.)
৪. হজরত উমর (রা.)

গ) 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না'। এ কথা কে বলেছেন?

১. মহান আল্লাহ
২. হজরত আদম (আ.)
৩. হজরত মুসা (আ.)
৪. হজরত ঈসা (আ.)

ঘ) 'আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।' মহান আল্লাহর এই বাণী অনুসারে কোন ধর্মের লোক সম্মানিত?

১. সকল ধর্মের
২. ইসলাম ধর্মের
৩. খ্রিস্টান ধর্মের
৪. বৌদ্ধ ধর্মের

ঙ) 'অমুসলিমদের কারণে ভূমি অপবিত্র হয় না।' এ কথা কে বলেছেন?

১. হজরত আদম (আ.)
২. হজরত মুহাম্মদ (স.)
৩. হজরত মুসা (আ.)
৪. হজরত ঈসা (আ.)

২। শূন্যস্থান পূরণ:

ক. মহানবি (স.) মদিনায় বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে ----------- প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

খ. পবিত্র কুরআনে ভিন্ন ধর্মের উপাস্যকে ---------- দিতে বারণ করা হয়েছে।

গ. মানুষ হিসেবে সব ধর্মের লোক --------------।

ঘ. অভাবী, ক্ষুধার্ত বা বিপদগ্রস্ত মানুষ যে ধর্মেরই হোক তাকে----------- করতে হয়।

ঙ. হজরত উমর (রা.) এক ইহুদি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে------------ করেন।

৩। দাগ টেনে মিল করি:

বাম পাশের অংশ	ডান পাশের অংশ
সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য	ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবো।
প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক	দেখতে যেতেন ও সেবা করতেন।
আমরা আমাদের প্রতিবেশী অন্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গে	ইহুদি প্রতিবেশীর ঘরে খাবার পাঠাতেন।
আমাদের মহানবী (স.) অমুসলিম রোগীদের	ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন।
হজরত আবদুল্লাহ্ (রা.) এর ঘরে খাবার রান্না হলে তিনি তাঁর	তাঁকে সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য।

৪। শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়:

ক. সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন নেই। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

খ. মদিনায় ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকারী সনদের নাম 'মদিনা সনদ'। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

গ. ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সহনশীল আচরণ করা আবশ্যক। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঘ. ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য ইসলাম আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঙ. ভিন্ন ধর্মের অভাবী সহপাঠীদের সহায়তা করলে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

ক. ধর্মীয় সম্প্রীতি কী?

খ. মহানবি (স.) একজন ইহুদি মেহমানের সাথে কী আচরণ করেছেন?

গ. ভিন্ন ধর্মের লোকদের প্রতি তুমি কী কী সহনশীল আচরণ করবে?

ঘ. ভিন্ন ধর্মের সহপাঠীদের প্রতি তুমি কী আচরণ করবে?

ঙ. ভিন্ন ধর্মের প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তুমি কিভাবে সহযোগিতা করবে?

৬। বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

ক. ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে মহানবি (স.) এর আদর্শ বর্ণনা কর।

খ. ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে সহনশীল আচরণের তালিকা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা

প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচয়

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবকিছু মিলে প্রকৃতি। প্রকৃতিতে রয়েছে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বায়ু, পানি, মাটি ইত্যাদি। প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের সকল কিছুই মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং এসব তাঁরই আদেশে পরিচালিত হয়। এ সকল কিছু আমাদের জন্য মহান আল্লাহর নিয়ামত।

মহান আল্লাহ প্রকৃতিতে জড় ও জীবের সৃষ্টি করেছেন। এই জড়জগৎ ও জীবজগৎ পৃথিবীর উপাদান। এর কোনোটা আমরা খেয়ে বেঁচে থাকি আবার কোনোটা আমরা ব্যবহার করি। যেমন, গাছপালা থেকে আমরা ফলমূল পাই। জীবজন্তু থেকে আমরা নানা রকম খাদ্য পাই।

চিত্র: প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগৎ

বেঁচে থাকার জন্য আমরা প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের বাঁচার জন্য পানি দরকার। পানির অপর নাম জীবন। অক্সিজেন ছাড়া আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারি না। গাছপালা থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। এছাড়া সূর্য আমাদের আলো দেয়। সূর্যের আলো ও তাপ না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার ও বরফ হয়ে যেত।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

মহান আল্লাহ পাহাড়, পর্বত, সমুদ্রসহ আরও অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন আমাদের উপকারের জন্য। এ সম্পর্কে তিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

উচ্চারণ: হুয়াল্লাযি খালাকা লাকুম্ মা ফিল আরদি জামিয়া।

অর্থ: তিনি (আল্লাহ) পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা বাকারা: ২৯)

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করে আমাদেরকে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত প্রকৃতি, জীবজগৎ ও পরিবেশকে জানা এবং এদের প্রতি যত্নবান হওয়া।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি ও ভাবি। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের ৫টি উপকারী উপাদানে নাম লিখি। কাজটি একা করি।

খ) নিচের ডান ও বাম পাশের তথ্যগুলো দাগ টেনে মিল করি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

মহান আল্লাহ		প্রকৃতি, জীবজগৎ ও পরিবেশকে জানা এবং এদের প্রতি যত্নবান হওয়া
আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে		জীবন
গাছপালা থেকে আমরা		তার সবকিছু মিলে প্রকৃতি
জীবজন্তু থেকে আমরা		পাহাড়, পর্বত, সমুদ্রসহ আরও অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন
পানির অপর নাম		অক্সিজেন পাই
আমাদের উচিত		নানা রকম খাবার পাই

গ) আমাদের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান বর্ণনা করে চারটি বাক্য লিখি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

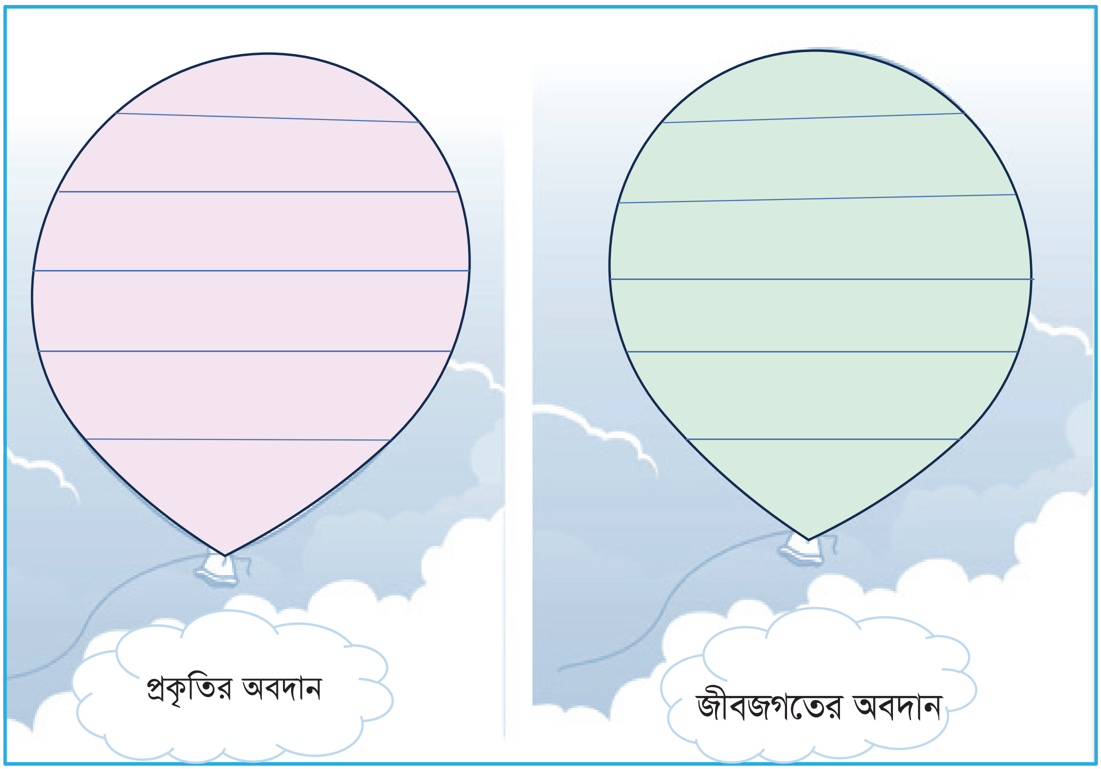

মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক

আমরা প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের ওপর নির্ভরশীল। আমরা ঘরে আলো দেখি। এ আলো সূর্য থেকে আসে। সূর্য না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার থাকত। শীতের মৌসুমে রোদ না থাকলে সবকিছু শীতল হয়ে যায়। একইভাবে সূর্যের আলো না থাকলে পৃথিবী বরফ হয়ে যেত। পৃথিবীর কোনো জীবই বাঁচতে পারত না। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। ফলে আমরা শান্তি অনুভব করি। আবার বৃষ্টি না হলে খরা দেখা দিত, কোনো ফসল-ফলাদি হতো না। আমাদের চারপাশে নদ-নদী ও খাল-বিল দেখতে পাই। নদী পথে আমরা চলাচল করি। এছাড়া নদী থেকে আমরা খাবারের মাছ পেয়ে থাকি। নদীর পানি দিয়ে আমরা ফসল উৎপাদন করি।

চিত্র: মানুষ, নদ-নদী, খাল-বিল ও উদ্ভিদ

গাছপালা থেকে আমরা ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান পাই। গাছ থেকে আমরা কাঠ ও আসবাবপত্র পাই। কাঠ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যে অক্সিজেন দরকার তাও গাছপালা থেকে আসে।

চিত্র: মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ

আমাদের গৃহপালিত অনেক পশুপাখি রয়েছে। গরু আমাদের দুধ দেয়। গরুর দুধ থেকে বিভিন্ন রকম মিষ্টিজাতীয় খাবার তৈরি করা হয়। আমরা গরু, মহিষ ও ছাগলের গোশত খাই। গরু ও মহিষ দিয়ে জমি চাষাবাদ করা হয়। হাঁস-মুরগি থেকে গোশত ও ডিম পাই। মাটিতে সকল প্রকার ফল-ফুল ও ফসলাদি জন্মে। যেমন-ধান, গম, ভুট্টা, আলু, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, রসুন, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি মাটিতে জন্মায়। এক কথায় প্রকৃতি ও জীবজগৎকে আশ্রয় করেই আমরা জীবন ধারণ করে থাকি। নিঃশ্বাস ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, তেমনি প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগৎ ছাড়া মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়।

এভাবে আমাদের সঙ্গে প্রকৃতি ও জীবজগতের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের যত্ন নেওয়ার জন্য ইসলামে নির্দেশনা রয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন কোনো মুসলমান একটি বৃক্ষ রোপণ করে অথবা কোনো বীজ বপন করে এবং সে গাছে ফল-ফলাদি-শস্য হয়, তা থেকে কোনো মানুষ বা পাখি বা পশু ভক্ষণ করে, তবে তা উৎপাদনকারীর জন্য সদকারূপে (দান) গণ্য হবে।'

সুতরাং আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে সচেষ্ট হব।

ক) এক কথায় উত্তর বলি। কাজটি একা করি।

১) মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের সৃষ্টিকর্তা কে?

২) সূর্য থেকে আমরা কী পাই?

৩) অক্সিজেন কোথা থেকে আসে?

৪) কোথা থেকে আমরা কাঠ পাই?

৫) আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি কীরূপ আচরণ করব?

খ) বিষয়বস্তু পড়ি ও ভাবি। মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করে পাঁচটি বাক্য লিখি। কাজটি একা করি।

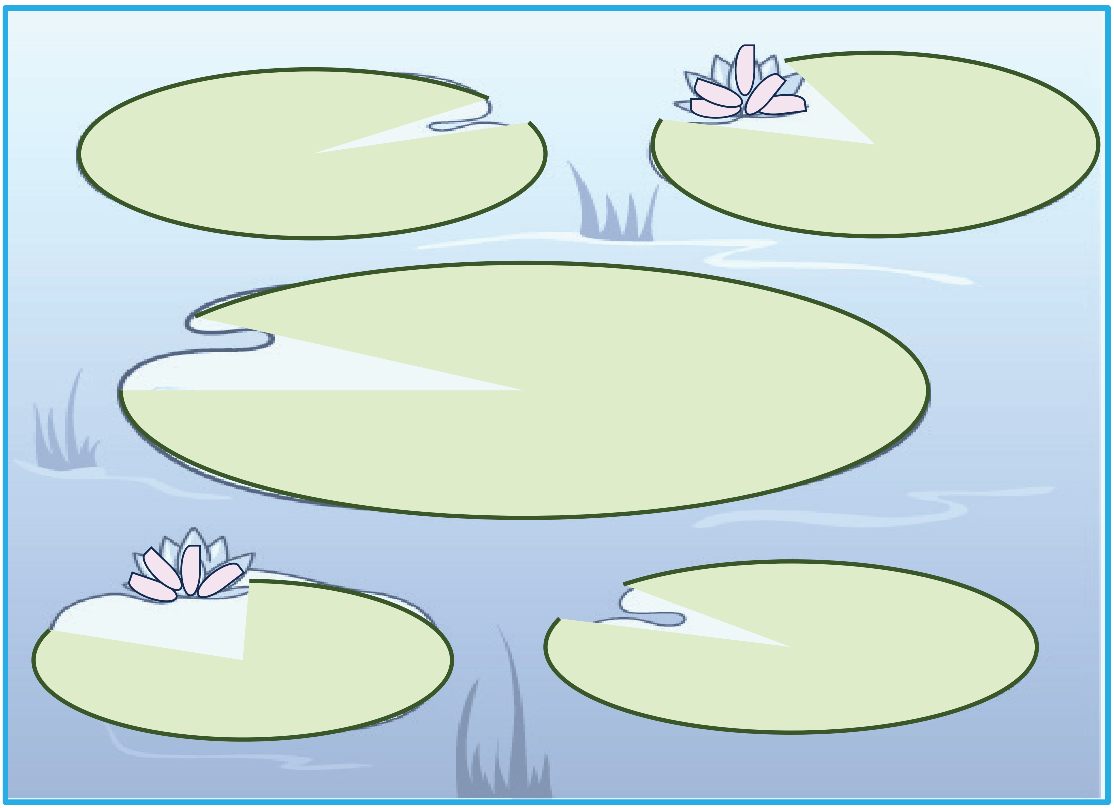

গ) আমরা যে প্রকৃতি ও জীবজগতের ওপর নির্ভরশীল সে সম্পর্কে একটি ছবি আঁকি।

জীব ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ

নিচের ছবিটি দেখে বলো তো একটি মেয়ে ও একটি ছেলে কীভাবে প্রকৃতির যত্ন নিচ্ছে?

আমরা পরিবারে মা-বাবার স্নেহ, ভালোবাসা ও যত্নে বেড়ে উঠি। জীব ও প্রকৃতিরও পরিবার আছে। সেখানে তারাও পরিচর্যা পেয়ে বেড়ে ওঠে। আমরাও প্রকৃতি ও জীবজন্তুর পরিচর্যা করতে পারি। তাতে তারা ভালো থাকে। একটা গাছের যদি নিয়মিত যত্ন করা হয় তাহলে গাছটি ভালো ফুল ও ফল দেয়। তেমনি একটি গরুকে নিয়মিত যত্ন ও পরিচর্যা করলে বেশি দুধ দেয়। গাছপালা, বনাঞ্চল, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এসবই প্রকৃতির অংশ। এগুলোর ক্ষতিসাধন করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। সুতরাং এগুলোরও পরিচর্যা করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিকে ভালোবাসতে ও যত্ন করতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সদয় হলে আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় হন।

চিত্র: প্রকৃতি ও জীবজন্তুর পরিচর্যা

জীব ও প্রকৃতির প্রতি দয়া ও ভালোবাসা দেখানোর জন্য মহানবি (স.) বলেছেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।'

আমাদেরকে মহান আল্লাহ সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী করে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নবান হওয়া। আমরা যদি গাছ লাগাই তবে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়। আমরা বেশি বেশি ফুল-ফল ও অক্সিজেন পাই। আর যদি গাছ কাটি পৃথিবীর ক্ষতি হবে। আমাদের খাদ্যের জন্য ফলমূল এবং বাঁচার জন্য অক্সিজেন পাব না। তাই আমরা বেশি বেশি করে গাছ লাগাব। গাছ লাগানোর গুরুত্ব তুলে ধরে মহানবি (স.) বলেছেন, 'যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারো যে, কিয়ামত উপস্থিত, তখন যদি হাতে রোপণ করার মতো একটি গাছের চারা থাকে তবে সেই চারাটি রোপণ করবে।'

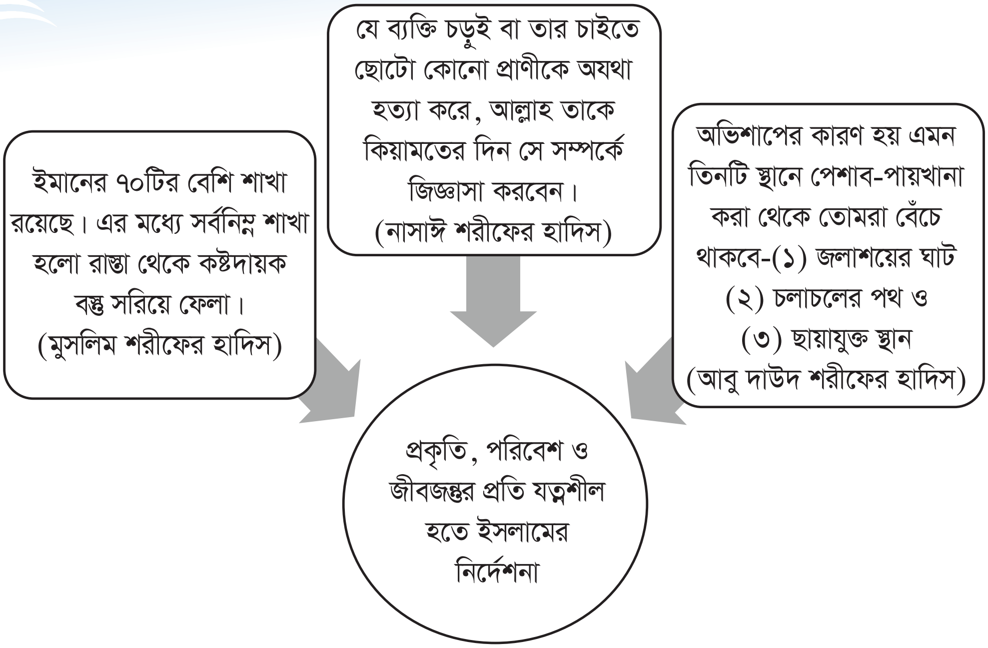

জীব ও প্রকৃতির যত্ন নেওয়া সম্পর্কিত হাদিস

পশু-পাখি কষ্ট পায় এমন কাজ আমরা করব না। আমরা পশু-পাখির কষ্ট দেখলে সদয় হব। অসুস্থ পশুপাখির সেবাযত্ন করব। তারা বিপদে-আপদে পড়লে আশ্রয় দিব। অভুক্ত পশু-পাখিকে খাওয়ানো সওয়াবের কাজ।

আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখব। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ও থুতু ফেলবো না। কেননা এর ফলে জীবাণু ছড়ায় ও বায়ু দূষিত হয়। প্লাস্টিক, পলিথিন, রাসায়নিক বর্জ্য ইত্যাদি পরিবেশ নষ্ট করে। পুকুর, খাল ও নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেললে পানি দূষিত হয়। কুরবানির সময়ে জবাইকৃত পশুর রক্ত ভালোভাবে পরিষ্কার না করলে পরিবেশের ক্ষতি হয়। সুতরাং আমরা এসকল কাজ করা থেকে বিরত থাকবো।

মাটি, বায়ু, পানি ও পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন যেকোনো কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ আমরা করব না। জীবজন্তুর মৃতদেহ বা উচ্ছিষ্ট যেখানে সেখানে না ফেলে মাটিতে গর্ত করে চাপা দিয়ে রাখব। বাড়িঘরের আবর্জনা এবং উচ্ছিষ্ট যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলব। প্রয়োজনে এসব আবর্জনা গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে রাখব। ধূমপান বায়ুদূষণ ঘটায়। তাই ধূমপান রোধে সচেতনতা তৈরি করব। এভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আমরা জীব ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে তাদের প্রতি যত্নশীল আচরণ করব।

ক) বিষয়বস্তু পড়ি ও ভাবি। শুদ্ধ/অশুদ্ধ উত্তর চিহ্নিত করি। কাজটি একা করি।

১) জীব ও প্রকৃতির পরিবার আছে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২) গাছপালা ও বনাঞ্চলের ক্ষতিসাধন করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় না। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩) যেখানে সেখানে থুতু ফেললে জীবাণু ছড়ায়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪) ধূমপান বায়ুদূষণ ঘটায় না। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫) পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন যেকোনো কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৬) কুরআন ও হাদিসে জীব ও প্রকৃতির পরিচর্যার নির্দেশ রয়েছে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৭) জীব ও প্রকৃতির জন্য ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ প্রয়োজন নেই। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

খ) জীব ও প্রকৃতির যত্ন নিতে আমরা কী কী কাজ করব তা নিচের ঘরগুলোতে লিখি। কাজটি দুজনে মিলে করি।

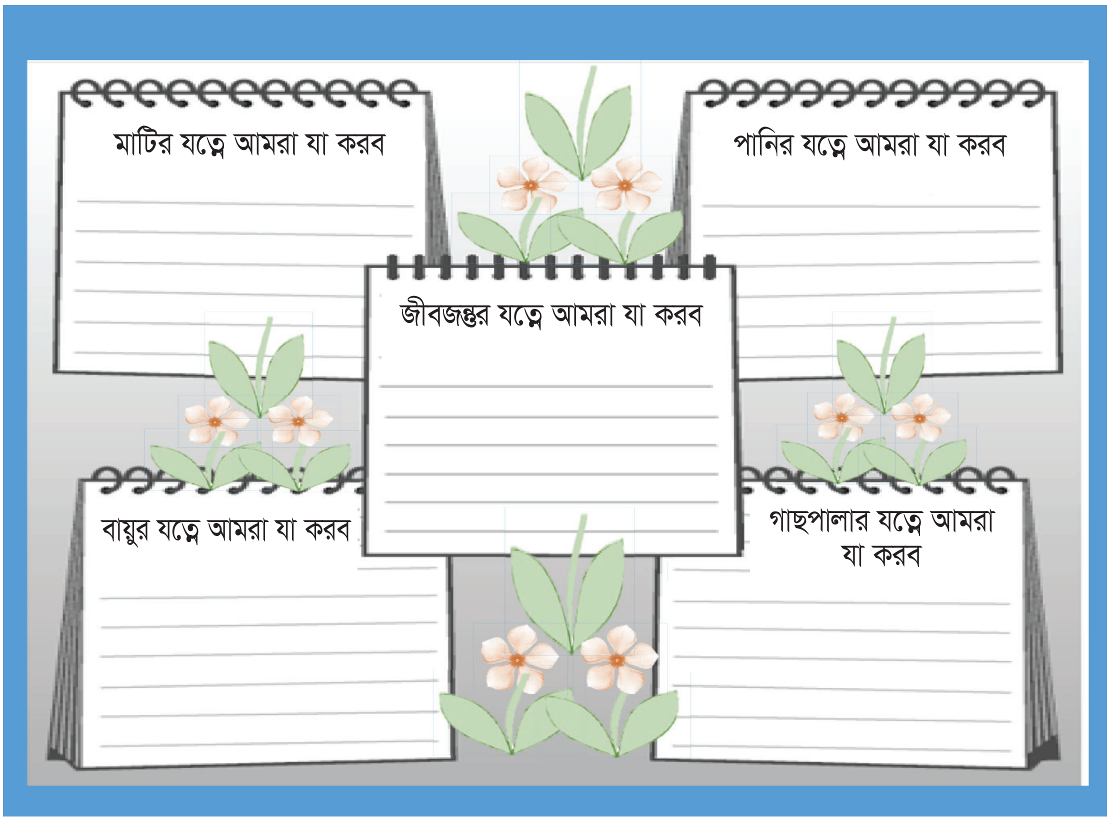

গ) ইসলামের আলোকে জীব ও প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার বিষয়টা অভিনয় করে দেখাই। কাজটি একা করি।

ঘ) বিদ্যালয় ও বাড়ির আশপাশের জীব ও প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার ব্যবহারিক অনুশীলন সম্পর্কে তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

যেখানে সেখানে আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবো।

১)

২)

৩)

৪)

৫)

৬)

৭)

৮)

৯)

১০)

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও:

ক) প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের সবকিছু কার সৃষ্টি?

১. মানুষের
২. ফেরেশতার
৩. মহান আল্লাহর
৪. রাসুলের

খ) মহান আল্লাহ প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করেছেন?

১. জিন জাতির
২. মানব জাতির
৩. ফেরেশতার
৪. প্রকৃতির

গ) প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের উপর আমরা নির্ভরশীল কেন?

১. আমাদের খাদ্য জোগায়
২. আমাদের বস্ত্রের উপকরণ জোগায়
৩. আমাদের বাসস্থানের উপকরণ জোগায়
৪. উপরের সবগুলো সঠিক

ঘ) যদি কোনো মুসলমান বৃক্ষরোপণ করে। এরপর তার ফল কোনো মানুষ, পাখি বা পশু খায়। তা রোপণকারীর জন্য কী হিসেবে গণ্য হয়?

১. উপহার
২. ঋণ
৩. সদকা বা দান
৪. অবদান

ঙ) 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, আসমানবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' এটা কার বাণী?

১. মহানবি (স.)
২. হজরত আবু বকর (রা.)
৩. হজরত উমর (রা.)
৪. হজরত উসমান (রা.)

২। শূন্যস্থান পূরণ:

ক. প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগৎ আমাদের জন্য মহান আল্লাহর --------------।

খ. আমাদের সাথে প্রকৃতি ও জীবজগতের নিবিড় ----------- বিদ্যমান ।

গ. প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ------------ আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে সচেষ্ট হব।

ঘ. জীব ও প্রকৃতিরও ------------- আছে।

ঙ. ধূমপান ---------- ঘটায়।

৩। দাগ টেনে মিল করি:

বাম পাশের অংশ	ডান পাশের অংশ
গাছপালা থেকে আমরা	ইসলামে নিষিদ্ধ।
প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের সকল কিছুই	পরিবেশ নষ্ট করে।
মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে	অক্সিজেন পাই।
প্লাস্টিক, পলিথিন, রাসায়নিক বর্জ্য	ভালোবাসতে ও যত্ন করতে হবে।
মাটি, বায়ু, পানি ও পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন যেকোনো কাজ	মহান আল্লাহর সৃষ্টি।

৪। শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়:

ক. মহান আল্লাহ প্রকৃতিতে জড় ও জীবের সৃষ্টি করেছেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

খ. প্রকৃতি ও জীবজগতের কোনো কিছু আমাদের উপকারে আসে না। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

গ. জীবজন্তুর মৃতদেহ বা উচ্ছিষ্ট যেখানে সেখানে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঘ. জীব ও প্রকৃতির জন্য ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ গুরুত্বপূর্ণ। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঙ. মহানবি (স.) জীব ও প্রকৃতির প্রতি দয়া ও ভালোবাসা দেখাতে বলেছেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

ক. মহান আল্লাহ আমাদের উপকারের জন্য কী কী সৃষ্টি করেছেন?

খ. সৃষ্টিজগৎ থেকে তুমি কী কী উপকার পাও?

গ. জীব ও প্রকৃতির জন্য ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ঘ. বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে মহানবি (স.) কি নির্দেশ দিয়েছেন?

ঙ. পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য তোমরা কী কী কাজ করবে?

৬। বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

ক. আমরা কীভাবে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের উপর নির্ভরশীল তা উল্লেখ কর।

খ. প্রকৃতির ক্ষতি করলে কি কি সমস্যা হতে পারে তা বর্ণনা কর।

গ. প্রকৃতি ও পরিবেশের যত্ন সম্পর্কে ইসলামে কি বলা হয়েছে তা লেখ।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, তৃতীয় শ্রেণি–ইসলাম

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য